আর্বান সবুজায়ন সাহিত্য সমিতির

প্রথম ই-পত্রিকা

সবুজ সৃষ্টি

সাহিত্য-সংকলন

১ লা জানুয়ারী, ২০২১

সম্পাদকীয়

ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ...

হ্যাঁ এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে আমরা আর্বান সবুজায়নের অধিবাসীরা ঠিক পৌঁছে গিয়েছি এক নতুন বছরের দোরগোড়ায়। অনেক আশা আর স্বপ্ন নিয়ে যে যাত্রা আমরা শুরু করেছিলাম গত ২০শে অক্টোবর একটি টেলিগ্রাম গ্রুপের মাধ্যমে, আজ ২০২০ এর শেষে এসে মনে হয় তার একটা সাংগঠনিক রূপ দিতে কিছুটা হলেও সক্ষম হয়েছি। বাংলা ভাষায় স্বরচিত গল্প বা কবিতা, সম মানসিকতা সম্পন্ন প্রতিবেশীর কাছে পৌঁছে দিতে যে প্ল্যাটফর্মের অবতারণা, ভাষার গন্ডী অতিক্রম করে তা আমরা সমস্ত ভাষাভাষী প্রতিবেশীর কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি। শুধুমাত্র গল্প বা কবিতার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে অনুবাদ সাহিত্য, প্রবন্ধ, ধারাবাহিক রচনা, গঠনমূলক সমালোচনা কে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। দক্ষিণ কলকাতার একটি আবাসনের কিছু মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গত ১২ই ডিসেম্বর একটি মননশীল সাহিত্য সন্ধ্যার আয়োজন করাও সম্ভব হয়েছে। সোশ্যাল মাধ্যমেও আমরা এখন সক্রিয়, ফেসবুক বা ইউটিউবের মাধ্যমে আমরা আর্বান সবুজায়ন সাহিত্য সমিতির সদস্যরা চাইছি সারা বিশ্বের সমস্ত সাংস্কৃতিক মানুষের কাছে নিজেদের সাহিত্য প্রতিভাকে পরিচিত করাতে। আমাদের এই কর্মযজ্ঞের একটি অংশ হিসেবেই আজ এই ই-পত্রিকার অবতারণা। আশা করব আপনারা সকলেই আমাদের এই প্রচেষ্টাকে মন থেকে গ্রহণ করবেন এবং সম্ভব হলে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়ে আমাদের বাধিত করবেন। আপনারা অবশ্যই আমাদের এই প্রচেষ্টাকে আপনার পরিচিত মহলে পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করবেন যেন আমরা আরো বেশি করে এই জাতীয় কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখতে পারি। আপনাদের সহমর্মিতাই আমাদের সম্পদ, আপনাদের সহযোগিতাই আমাদের এগিয়ে চলার পাথেয়। ২০২১ ভালো কাটুক, সুস্থ থাকুন। নমস্কার।

আর্বান সবুজায়ন, কোলকাতা
১ লা জানুয়ারী ২০২১

অর্ণব কুমার দে

পত্রিকার পাতায় পাতায়
ভরেছে যাদের লেখায়...

কিছু কবিতার পাতা		
কবিতা	**কবি**	**পৃষ্ঠা**
বছরের শেষ	তুষার চক্রবর্তী	4
কেউ কেউ কথা রেখেছিল	অরিন্দম নন্দী	5
আমায় মুক্ত করো	অতনু চট্টোপাধ্যায়	6
পালাতে চাই	তপতী ভট্টাচার্য	8
অপ্রতিরোধ্য	সুব্রত চৌধুরী	9
কুয়াশা	অঙ্কুর মণ্ডল	10
অনুভব-উমংগ	ধনংজয় কুমার	11
স্বাতীর উদ্দেশ্যে	সুজিত ঘোষ	13
প্রতিনিধি	সুতপা মণ্ডল	15
জিজ্ঞাসা	বিজয়া মজুমদার	16
দাদু নাতনী সংবাদ	রণজিৎ সান্যাল	17
নতুন কিবা লিখি	তুষার চক্রবর্তী	18
আবার কবে	অরিন্দম নন্দী	19
এক নারী কী মন কী ব্যথা	দেবারীনা পাত্রা	20
যা কিছু আদিম	মধুমালা রায়চৌধুরী	22
ফিরে যাও তুমি করোনা	এষা মজুমদার	23
দুই শূণ্য দুই এক	রূপেন গোস্বামী	24
কিছু গল্পের পাতা		
গল্প	**লেখক/লেখিকা**	**পৃষ্ঠা**
বড়দিন	নীলাঞ্জনা বাসু	25
অপেক্ষা	নির্মলসি সাহা	27
কৈথরীন	অমিতেশ রংজন	30

যুগ্ম-সম্পাদক: অতনু চট্টোপাধ্যায়
অরিন্দম নন্দী

প্রচ্ছদ: তিলোত্তমা দাসগুপ্ত

মতামত জানান:

ইমেল- ussahityasamiti@gmail.com

ফোন: 9051250134/9836477350

বছরের শেষ

তুষার চক্রবর্তী

সময়ের মালা থেকে ছিঁড়ে,
একটা মুক্তো পড়েছে ঝরে,
ক্যালেন্ডার আসছে ফিরে,
বছরের শেষ এই ডিসেম্বরে।

জীবনের কিছু গেছে তো হারিয়ে,
কিছু স্মৃতি রয় বুক জুড়ে,
বয়স আমারও নেই তো দাঁড়িয়ে,
পাখির মতোই যায় উড়ে।

মিষ্টি মিষ্টি দুপুর রোদের,
হাড় কাঁপানো শীতের মাস
কমে গেল আয়ু মোদের,
জীবন নাট্যের পর্দা ফাঁস।

মাটির এই দেহখানি মোর,
মিলাবে ধরায় একদিন ঠিকই,
কালের 'পর খাটেনা জোর,
মিছে কেন হিসাবের খাতা লিখি?

খেয়াল আমি রাখিনি আগে,
আকাশেতে মেঘ ভেসে যায় দূরে,
জীবন আমার আর নেই বাগে,
আর এক ডিসেম্বর যাচ্ছে উড়ে।

নাটকের যবনিকা যেমন পড়ে,
বছরের শেষ হোলো ডিসেম্বরে।

(অনুবাদ, হিন্দি কবিতার)

কেউ কেউ কথা রেখেছিলো

অরিন্দম নন্দী

কেউ কেউ কথা রেখেছিলো
হ্যাঁ, সত্যিই কথা রেখেছিলো
কোনো মহামারী কিংবা অতিমারী
টলাতে পারেনি ওদের !!

কথা রেখেছিলো গাছের পাতা, সবুজ ঘাস
দূর পাহাড়ের ঝরনা জল,
আর বৃষ্টিদিনের, রংধনুটাও !!

ধানসিঁড়িটির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী,
মুখ ফেরায়নি একটি বারও
সখী, মেঘবালিকার আমন্ত্রণে !!

কথা রেখেছিলো, বিষাদ মাখা শ্রান্ত বাতাসও।
এক দুপুর অপেক্ষার পর
ভাবনার পাতা ঢেকে,
কবি'র চোখে, ঘুম এনে দেবার !!

গোধূলির ম্রিয়মাণ সূর্য্যটাও, কথা রেখেছিলো
দু'হাত মেলে, উঠতে ভোলেনি কোনোদিন।
ভোলেনি, টালির ফাঁক দিয়ে ঢুকে
চড়কা বুড়ির, ঘুম ভাঙ্গানোও !!

রাতপাহারায় বসে থাকা
রিম ঝিম তারার মাঝে, ফুটফুটে চাঁদ
কথা রেখেছিলো সেও।
আঁধারের পথিককে, দিনশেষে
ঘরে ফিরিয়ে দেবার !!

এভাবেই আরও অনেকেই
কথা রেখেছিলো।
হিসেবখাতায়
লেখা নেই আজও !!

আমায় মুক্ত করো

অতনু চট্টোপাধ্যায়

জর্জরিত আমি বিশের বিষে,
জীবন বদলে গিয়েছে নিমেষে,
হারিয়ে গেছি একলা থাকার দেশে,
ভয়াবহ স্মৃতি পড়ে রয়েছে অবশেষে!
তুমি কি 'পুরাতন' ফিরিয়ে দিতে পারো?
এই অন্ধকার থেকে আমায় মুক্ত করো।

কেবল মৃত্যু ভয় সারাক্ষণ!
হারিয়েছি কত আপনজন,
ছিঁড়েছে কত সম্পর্কের বাঁধন,
হৃদয় পাড়ে অশ্রু স্রোতের ভাঙন!
সে ভাঙন থামিয়ে নতুন জীবন গড়ো।
এই অবক্ষয় থেকে আমায় মুক্ত করো!

আমি হারিয়েছি, আমার কিছু নাই!
আমার অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান চাই,
আমার প্রতিদিন বেঁচে থাকার লড়াই,
একাকী আমি, কেউ পাশে নাই,
আজ আমার পাশে থেকে হাত দুটি ধরো।
এই কষ্ট থেকে আমায় মুক্ত করো।

আমি আজ মুক্তির অপেক্ষায়,
শুদ্ধ বাতাসে শ্বাস নিতে চাই,
ভীড়ের মাঝে হারিয়ে যেতে চাই,

মহামারী শেষে জীবনের গান গাই,
তুমি আনন্দ বর্ষা হয়ে ঝরো!
এই বন্দী দশা থেকে আমায় মুক্ত করো।

নতুন বছর, তোমার আগমনে,
আশার আলো জাগছে মনে,
খুশির হাওয়া লাগুক প্রতিটি কোণে,
উজ্জ্বল সূর্য উঠুক আনন্দ ভুবনে।
মানবের এই কষ্ট তুমি লাঘব করো।
এই যন্ত্রনা থেকে আমায় মুক্ত করো।

মহামারী শেষে মহামানবের জয়গান,
"জীবন" এখন ফিরে পাক তার "প্রাণ"।
"নূতন" করো "পুরাতন" দান,
ধুসর মরুভূমি হোক মরুদ্যান,
প্রতিটি জীবন আলোয় ভরো।
এই অন্ধকার থেকে আমায় মুক্ত করো।

পালাতে চাই

তপতী ভট্টাচার্য

ছুটতে ছুটতে
ক্লান্ত শরীর
পালাতে চাই,
পালাতে পালাতে
পারিনা পালাতে
থমকে যাই।

ভাল বাসতে বাসতে
ক্লান্ত হৃদয়
ভাসাতে চাই
স্বপ্নের এক অলীক সাগরে
ভেলা ভাসাই।

তোমাকে পেয়েছি
ভাবতে ভাবতে
ঘুমিয়ে যাই
কাল ঘুমে ডুবে
নিথর শরীরে
তোমাকে পাই।

শেষ হয়ে গেছে
ভাবতে ভাবতে
শুরুতে যাই
শুরুর ঠিকানা
হারিয়ে ফেলেছি
শেষ কোথায়?

ডুবতে ডুবতে
হাঁকুপাঁকু প্রাণ
তলিয়ে যাই
শুরু শেষ আজ
মিলে মিশে গেছে
থই হারাই।
থই খুঁজে ফিরি
অথৈ সাগরে
থই না পাই।

আজ, ছুটতে ছুটতে
ক্লান্ত শরীর -
পালাতে চাই,
পালাতে পালাতে
পারিনা পালাতে
থমকে যাই।

অপ্রতিরোধ্য

সুব্রত চৌধুরী

তবু দিন আসে অপ্রতিরোধ্য রাত আসে
উচ্চাকাঙক্ষী মানুষ শুধু খোঁজে সুখানুভূতি-
সম্রাটের মতো সাময়িক সুখের পারমুটেশন
অরণ্যের মানব থেকে জুড়ে বসে মৌরসীপাট্টা-
ভালবাসা উবে যায়, বিধি নিষেধের ণত্ব ষত্ব
গর্বান্ধের প্রতিযোগিতা, মারণাস্ত্রের খোঁয়াড
ভালোবাসার প্রাথমিক শর্ত মেনে চিৎকার করি-
আমার ভূখণ্ড, প্রকৃতি,সুখ,আমার সমৃদ্ধি ...
কিন্তু বুদবুদের মতো চিৎকার যায় ভেসে ।

অর্থাৎ আমি এক ব্যক্তি, প্রকৃতি, ব্রহ্মান্ডের
ছয় লক্ষ বর্ষ পূর্বে এসেছিল নিয়ানডার্থাল-বিলুপ্ত
বিবর্তনের ধারায় হোমিনিডের যাত্রা বিস্ময়কর
মহাবিশ্বের মহাকালের মাঝে এসেছে মানুষ
হে বন্ধু মঙ্গলধারায় পুষ্ট হোক এই ধরাতল
আগ্রাসনের পথে , ধ্বংসের পথে বিপন্নতা
উত্তরণের ধারা বয়ে চলে অপ্রতিরোধ্য
অসীম রহস্যলোকে প্রকৃতি,মহাশূন্য
ভেসে চলে ...ভেসে চলে ...ভেসে চলে ...

কুয়াশা

অঙ্কুর মন্ডল

শীতের সকাল, ভোর বেলায়, ঘন কুয়াশায়;
চারদিকটা হয় না গোচর, যেন নেই কোনো সার, ঠাণ্ডার তীব্রতায়।

তবু কত আশা, বুকে ধরে, দিন শুধু গুনেছিলাম;
নববর্ষের, এই দিনটার স্বপ্ন শুধু দেখেছিলাম।

কুয়াশার চাদর আর কতক্ষণ, সে তো জানা নাই;
শুধু জানি সূর্য্যের উদয় হবে, নিয়ে নব অলোক ছটায়।

গতবছর কি ছিল? জানিনাতো!!
থাক থাক, মনে করে কাজ নাই, পিছনে আর যাব নাতো।

ভুলে যাও, ভুলে যাও সব, যদি নতুন করে বাঁচতে চাও;
শুধু মনে রেখো, এখনো সে দানবটা আছে বেঁচে, রক্ষণটা সাথে নাও।

নব অরুণের নব কিরণে প্রভুকে জানাই প্রণাম;
অন্ধকার দূর করে সব, জীবনেরে করো দান।

अनुभव-उमंग

धनञ्जय कुमार

तूफ़ा में घर नहीं बनाते,
इसे थम जाने दो,
इसे रुक जाने दो,
फिर घर बनायेंगें,
सब मिल कर इसे सजायेंगें ।

फटे चिथड़े घर नहीं लाते,
इसे सील जाने दो,
इसे रंग जाने दो,
फिर इसे घर लायेंगें,
सब को इसे पहनायेंगें ।

अभी बाजुओं में वो दम नहीं है,
अभी तैयार पुरे हम नहीं हैं,
पहले दम साधो,
दम-ख़म बाँधों,
फिर इसे उठाएंगे,
कन्धों पर ले कर दौड़ लगाएंगे ।

युवा-उत्साह उन्मादित है,
मानो अनुभवी-मन पराजित है,
उत्साह को थोड़ा थामो तुम,
यहाँ साध्य कहाँ विवादित है ।

पग खूब संभल के रखना है,

ठोकर से ब्यथा बड़ी होगी,
सिर्फ गर्म लोहे पर चोट करो,
तेरे जीत की यही कड़ी होगी ।

ये तूफ़ा भी थम जायेगा,
ये चिथड़े भी सील जाएंगें,
ये बाजु भी ताकतवर होगा,
गर अनुभव-उमंग मिल जायेगें ।

बस उचित समय आ जाने दो,
मिलकर त्यौहार मनाएंगे,
सपनो सा प्यारा घर होगा,
इस घर को स्वर्ग बनायेंगे ।

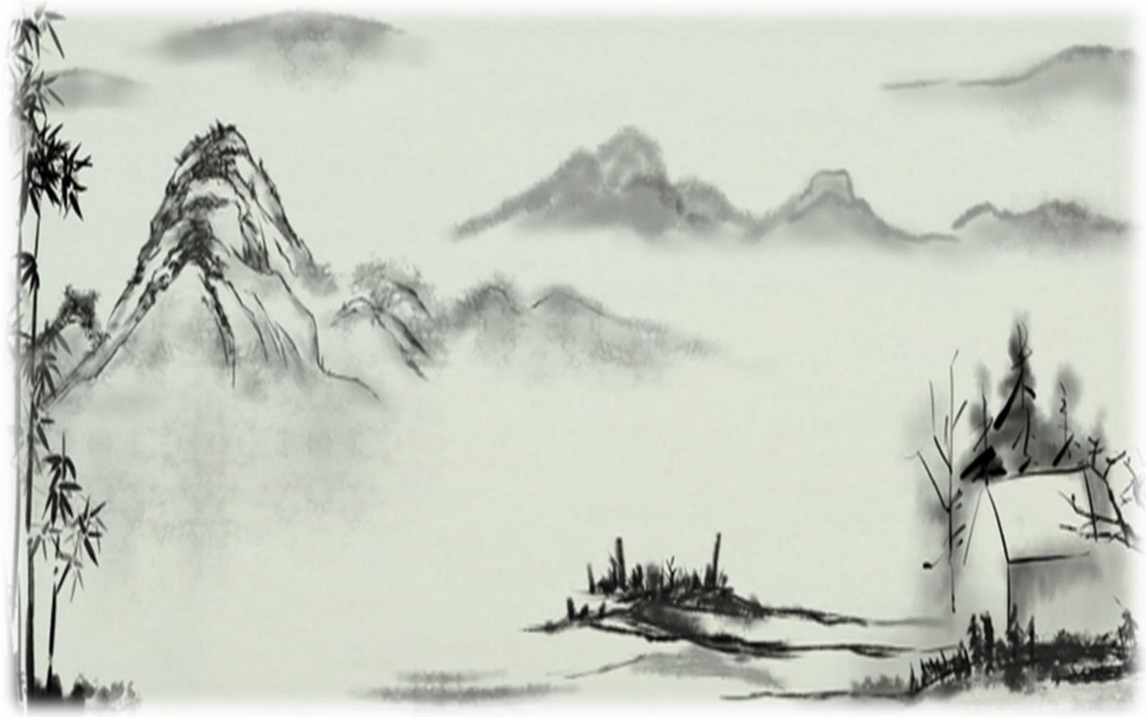

স্বাতীর উদ্দেশ্যে

সুজিত ঘোষ

স্বাতী, গত সন্ধ্যায় তোমার
চিঠি খানি পেলেম,
লিখেছ যা কিছু লেখনি অনেক বেশী তারও।
কথা ছিল ফিরে এসেই চিঠি দেব
হয়নি দেওয়া কাজের ঘানি ঠেলে।

তবু চিঠিতে তোমার শিলং র
কমলার গন্ধ টুকু :
তোমাদের পাহাড়ের পাইনের মত
সরল তার ভাষা
কে তুমি? কি তুমি?
আমায় তোমার লাগল কেমনতরো?
আমাকে জানার উত্তর রয়েছে
লুকিয়ে তোমার ঐ দুটি কালো চোখেই।
শুধু চোখ মেলে দেখা,
খুঁজতে হবে না বেশী দূর!

স্বাতী, তোমাদের পাহাড়ী কোনও
এক বর্ষার দিনের শেষে
তুমি কি রামধনু দেখেছো?
পূর্ব বা পশ্চিম দিগন্তে
ওর সাতটা রং দেখে তোমার
কি মনে হয় জানিনা
তবু জেনো ওর সাত টা রংই
আমার চেতনার সাত রং-এ আঁকা।

উঠোনের কোনটায় ভরা বয়সের একটা শিউলি গাছও
চোখে পড়েছিল,
সেই শুকিয়ে ওঠা গাঢ় কালো রক্তের মত লাল গোলাপটা
যাকে দেখে ভারি ভালো লেগেছিল
মনে হয়েছিল ও যেন আমারই
বুকের জমাট বাঁধা রক্ত রঙে লাল
আর সকালের শিশির ভেজা
ঝরা শিউলির দল।
ঝরে পড়া শিশিরের দল
আমারই বেদনায় এত টলটল।

আর পাহাড়ী উড়ো মেঘগুলো
যখন অকারণ খেয়ালে
ভিজিয়ে দেয় তোমার শুকনো
এলো চুল ,আর বাদামি শাড়িটা
তখন তুমি রাগ করো না,
তোমায় একান্তে পেয়ে,
আমারই সেই কুতুব।

এখানে শীতের মরসুম সবে শুরু ,
মরসুমি ফলের দোকানগুলো
শিলং দার্জিলিং থেকে আনা
বেতনে বোনা চাকুরিতে ভরা
সবুজ সতেজ পাতাসুদ্ধ ভীড়ে ঠাসা।
ওদের নরম নিটোল সরস সমান দেশগুলো
উদ্ভিদ যেন তোমারই মতন।

প্রতিনিধি

সুতপা মন্ডল

রাজা তোর কাপড় কোথায় ?

প্রশ্ন করেছিল যে ছেলেটি সেই ছেলেটি

এখন কোথায় ?

সেকি হারিয়ে গেল?

সেকি ফুরিয়ে গেল?

নাকি সেও ঐ স্থাবকদের দলে ভিড়েছে,

সকলের মতো সেও হাততালি দিচ্ছে

আর বলছে সাবাশ - সাবাশ ---

সে আসছে না কেন? সেকি আর আসবে না?

তাকে যে এখন ভীষণ দরকার,

আমাদের মতো ভীতু মানুষদের অবাক করে

সেই অসম সাহসী ছেলেটাই তো বলবে,

রাজা তোর কাপড় কোথায় ?

এখন ও যে রাজা ভেবে চলেছে

সে পরে আছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বসন,

সে সকলের ত্রাতা , বিধাতা , রক্ষাকর্তা,

সে তো এখন ও জানেনা তাকে ত্রাতাবিধাতা

যারা বানিয়েছে , তারা এখনো অন্ধকারে,

তারা এখনো ঠিক করে মাথা গোঁজার ঠাঁই করতে পারেনি

তাদের সংসারে যে নিত্য অভাব,

এখনো ও তো তারা জোড়াতালি দিয়ে লজ্জা নিবারণ করে।

মুখ ফুটে তারা তো বলেনা কিছু,

তারা তো চিরকালের বোবা-

তাই এখন দরকার সেই ছেলেটির,

যে হবে তাদের প্রতিনিধি।

জিজ্ঞাসা

বিজয়া মজুমদার

কুমোরের চাকা ঘোরে বন্ বন্ বন্
নাভিকুন্ড বিন্দুতে হয় স্থিতি
ঘুরতে, ঘুরতে, ঘুরতে, ঘুরতে
নেমে যায় অতলে -
দৃষ্টি যেখানে চলেনা আবার হঠাৎই উঠে আসে মৃত্তিকা -
তার হাতের কৌশলে রূপ দেয় তাকে
সরা, গেলাস, হাঁড়ি, কলস, কুঁজো,
চেয়ে থাকি নিষ্পলকে,
একি মজার খেলা রে ভাই
একি মজার খেলা -
একি কুম্ভীপাক, না দৃষ্টিপাক!
নিজেকেই জিজ্ঞাসা করি।
ব্রম্ভান্ডের চাকা ঘোরে - হুরর -
শন, শন, শন -
নাদধ্বনি ওঠে ওঁম ওঁম ওঁম
ব্যোম, ব্যোম, ব্যোম -
গুরুগম্ভীর তার আওয়াজ
গুরর - গুর - গুর
যে যেমন ভাবে,
ছিটকে, ছিটকে পড়ে -
ছোট বড় মাটির দলা,
সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা -
অদৃশ্য রূপকার, অচেনা থেকে যায় -
অচেনা অজানা গ্রহান্তরে কি
সে ডেরা বেঁধেছে ?

দাদু নাতনী সংবাদ

রনজিৎ সান্যাল

আমি বলি--

নাতনী আমার সারাদিন দুটি কথা বলে,

বিকস আর কেন কি মুখে মুখে চলে

নাতনী বলে--

আমি কিছু বলতে গেলে চুপ করিয়ে দাও,

তোমরা যখন বলো কথা আমার পারমিশন চাও?

আমি বলি--

ছোট মুখে বড় কথা , কেবল বকর বকর করা,

নাতনী বলে--

বকর বকর করি বলে তোমার প্রাণ ভরে,

আমি বলি--

ওরে সোনা মা, তোর আধো মুখের কথা,

না শুনলে লাগবেনা তুই আছিস হেথা সেথা,

নাতনী বলে--

ছোট যতই হোই আমার জগৎ আলাদা,

সে জগতে আসো যদি লাগবেনা গো কাদা,

আমি বলি--

খেলনা বাটি ছেড়ে বড় যখন তুই হবি,

তখন তোর থাকবে মনে এ জগতের ছবি,

নাতনী বলে--

অনেক বড় হয়ে আমি তোমার কাছে ছোটো,

বড় হয়ে সারাক্ষণ ভাবছি তোমার মতো ,

আমি বলি--

ছোটো আছিস ছোটো থাক করিনা ভাবনা,

মানুষের মতো মানুষ হও করি প্রার্থনা।

নতুন কিবা লিখি

তুষার চক্রবর্তী

নতুন কিবা লিখি এই নতুন বছরে ছড়া,
সবই সবার হয়ে গেছে হাজার বার পড়া,
নতুন বছর আসে, পুরানো বছরের শেষে,
সকলেই বেড়াই ভেসে, স্বপনপুরীর দেশে,
খুশী ঝলকায় মুখে, দিনের আলোর সাথে,
ঘুমঘুম চোখে যাই শয্যাতে অন্ধকার রাতে,
বাঁচতে বড়োই ভালবাসি, শোকতাপ না পেলে,
জীবন যদি দুর্বিষহ, পালাতে চাই ডানা মেলে,
বাঁচি ভালবেসে, প্রেমের তাগিদে করি বিয়ে,
সাজাই ফুলসাজে, ভাবি কি করি বউ নিয়ে,
হাসিকান্নায়, আশানিরাশায়, বাঁচি মৃত্যু ভয়ে,
এভাবেই প্রতিটি বছর আমরা যাচ্ছি ক্ষয়ে।

(Ella Wheeler Wilcox-এর কবিতা থেকে অনুবাদ)

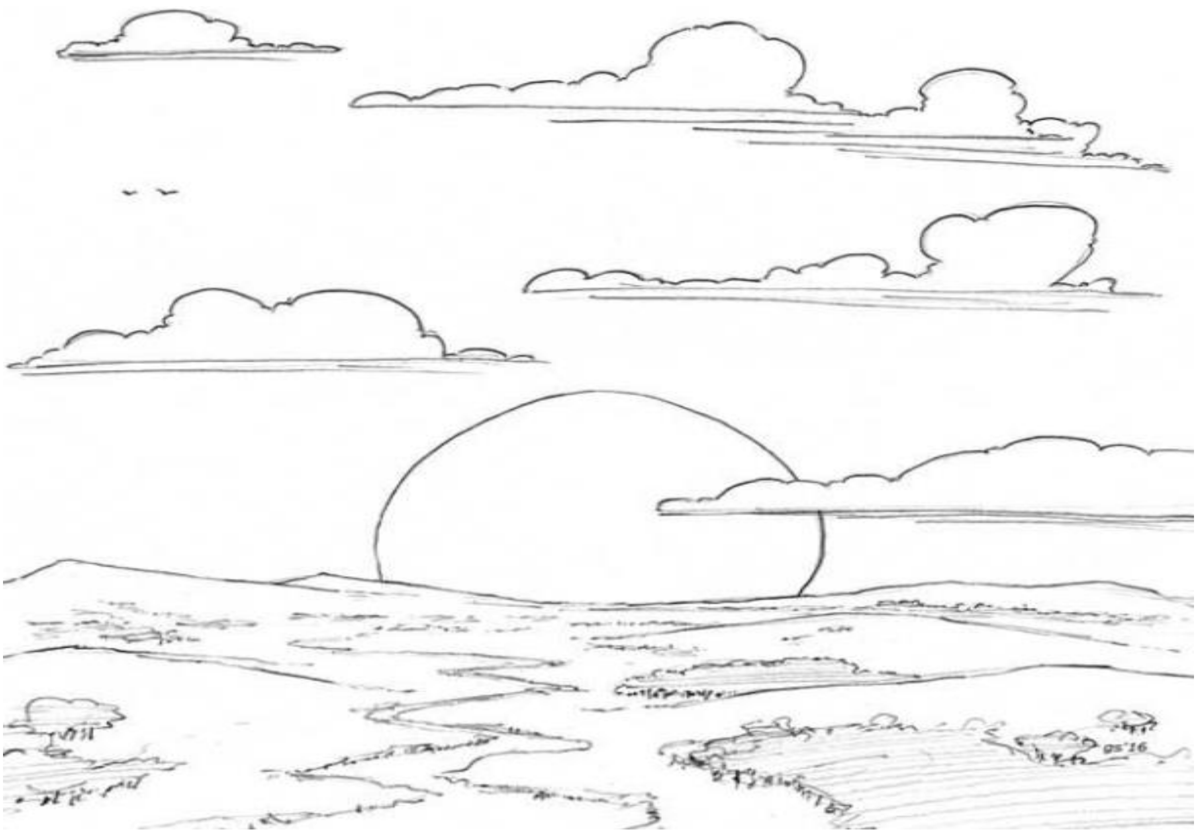

আবার কবে

অরিন্দম নন্দী

আবার কবে দেখতে আসবো তোকে
আবার কবে হুইসেলে র'বি তুই
ধানসিঁড়িটির বাতাস বইবে চোখে
হাতে ধরা কোনো, বহু পরিচিত বই !!

আবার কবে খাড়াইয়ের পথ ধরে
পাহাড়ের মাঝে, তোর সাথে মুখোমুখি
আবার কবে কবিতা পড়ব জোরে
সাথে রবে কিছু, মেঘেদের উঁকিঝুঁকি !!

আবার কবে সাগরের ঢেউগুলো
আছড়ে পড়বে, ছান্দিক যাতায়াতে
আবার কবে গান ধরে সেই মাঝি
পাল তুলে দেবে, পূর্ণিমা চাঁদ রাতে !!

আবার কবে রাস্তা উঠবে জেগে
বলবে হয়তো, কোথায় ছিলে সব
আবার কবে দৌড়ের ফাঁকে ফাঁকে
মনে পড়ে যাবে, ত্রাহি ত্রাহি শত রব !!

আবার কবে বৃষ্টির জল ছাঁটে
ভিজবো সবাই উল্লাসে বহু দূর
আবার কবে খোয়াইয়ের ধার ঘেঁষে
উঠবে জেগে বাউলের মেঠো সুর !!

আবার কবে অফিসের মজলিশে
ফুৎকারে হবে জগতের উদ্ধার
আবার কবে জ্ঞানী-গুণী সমাবেশে
এক লহমায় এসে যাবে প্রতিকার !!

'আবার কবে', রাখা থাক কিছু দিন
আরও কিছু দিন চার দেওয়ালের মাঝে
আবার কবে, যদিবা জানতে হয়
থাকুন নাহয়, নিজেদের ছায়া পিছে !!

আবার কবে কাজ পাবে ওরা সব
হয়তোবা সেটা বেশ কিছুদিন বাদে
তাই আমাদের একসাথে কলরব
কেউ যেন মাঝে, খালি পেটে নাহি কাঁদে !!

एक नारी की मन की व्यथा

देबरीना पात्रा

मेरे जन्म पर बहुत खुश हुई मेरी मां,
लेकिन बाकी सारे चेहरों ने किया मुझे खफ़ा,
थोड़े दिनों बाद चीजें कुछ कुछ बदलने लगी,
मै भी
जैसे बीती बातों को भूलने लगी,
पर मन के भीतर
कहीं तो पीड़ा ने घर बना लिया था।

पहली बार जब पिताजी ने गोद में मुझे उठाया,
शब्दों से नहीं पर आंखों से बहुत कुछ समझाया।
उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई,
उनकी कोई आशा निराशा में बदल गई,
और यहां तक कि
उनकी तो इज्जत मिट्टी में ही मिल गई ऐसा उन्होंने जताया।।
मां ने सोचा उनकी छोटी सी गुड़िया,
क्या समझेगी दुनिया के इस बनावटीपन को,
मां ने सोचा वह अपनी ममता से
खत्म कर देगी मेरे मन की हर उलझन को।

धीरे- धीरे दिन बीते, बीते महीने और साल,
बनावटीपन का यह खेल
दिखाता ही रहा अपना कमाल।

अब मां की छोटी सी गुड़िया
कहलाने लगी एक नारी,
मां की हीं तरह उसके भी कंधों पर डाल दी गई जिम्मेदारी,
मां तो हमेशा मुझे कहती रही

मैं बहुत निडर होकर साहस से करती रहूं अपना काम,
पर मां जो इस पथ से स्वयं ही गुजर चुकी थी
जानती थी उसका अंजाम।

मुझे कहती थी देखना बहुत जल्द बदल जाएगा यह जहान,
देखना बहुत जल्द
लोगों के मन में होगा नारी के लिए सम्मान।
मां की शिक्षा का पड़ा था मेरे दिल पर गहरा प्रभाव,
मैंने भी सोचा था
मिटा दूंगी दुनिया से नारी के प्रति यह तनाव।

और अपमान ना होने दूंगी नारी का
जिन से चलता है यह जग,
जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में
पलते हैं पुरुष सब।
लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे फिर दिलवाया गया
मेरी गलती का एहसास,
कुछ ही दिनों में मैं समझ गई
नर अधीन इस दुनिया में
कभी ना हो पाएगा नारी के प्रति
इस छल ,कपट का विनाश।।

যা কিছু আদিম

মধুমালা রায়চৌধুরী সরকার

কাশ ফুল হয়ে আমারও ইচ্ছে করে
বসন্ত বাতাসে ভাসি ...
শিমুলকে গায়ে মেখে পলাশের লয়ে,,
সীমন্ত রাঙ্গা হোক কৃষ্ণচূড়ার লাজে।

কাঞ্চনা হয়ে দেই দোল মাধবীলতার দোলনায়,
বৃষ্টির তাকিয়ায় এলোচুল পাক বুদ্ধ জুঁই এর নির্যাস।

অনন্ত লহরীর ঝাপটায় এলোমেলো হোক দামী পারফিউম্
চল্ মাখি ডুব সাঁতারের আদিম উন্মাদনা।

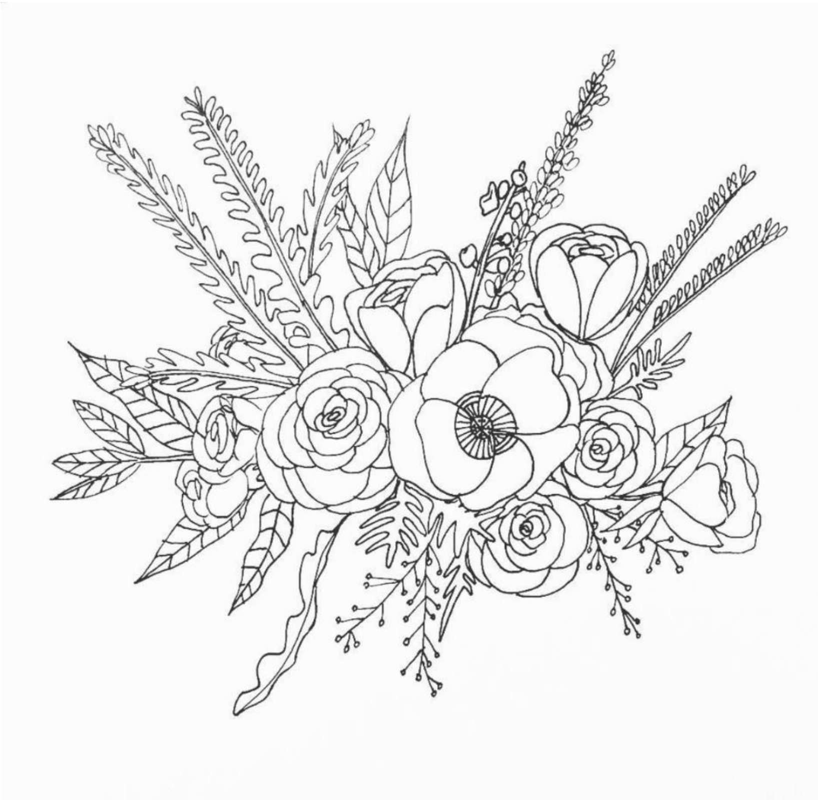

ফিরে যাও তুমি করোনা

এষা মজুমদার

না, না, আর ভালো লাগে না।
কিছুই ভালো লাগে না।
কেউ ধরে বেঁধে রাখে নি,
তবু যেন মনে হয়, কোনো এক অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধা আছি।
বাঁধনটা কোনো দড়ির নয়, "লকডাউনের"।
যা ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, অথচ প্রচন্ড, প্রচন্ড শক্ত,
এই বাঁধন খোলার চেষ্টা করলেই ভয়ঙ্কর বিপদ,
যে বিপদের আঁচ কেউ পায় নি, আগে কখনও,
নাম তার "করোনা" , না, কোরো না নয়, শুধু "করোনা" ।

কিছুদিন আগেও বাড়ির ছোটরা সবসময় শুনত,
এটা কোরো না, ওটা কোরো না, এখন শুনছে,
আসছে "করোনা” !
বাড়ি থেকে যেন বেরিও না,
ধরবে যে " করোনা" ।

না, না, আর এই বন্দি জীবন ভালো লাগে না।
অনেক শিক্ষা দেওয়া হোলো, "করোনা",
আর মারি, মারি করে মেরো না, মেরো না।
ফিরে, ফিরে যাও শুধু তুমি " করোনা"।

দুই শূণ্য দুই এক

রূপেন গোস্বামী

খাপছাড়া দিন
এলোমেলো আজ সব্বার মনোভাব
হঠাৎ কেমন দুরে গেছে কাছের মানুষ সব
নতুন বছর আসছে তেমন নেই তাপ উত্তাপ
কোভিড শুষে নেবেই যত আমোদ কলরব
মুখোশ পরে হয়েছি সঙ থমকে আছে মন
তফাতে যাও আপ্তকথায় সাবধানতায় মাতি।
সমানে হাত ধুচ্ছি, ধুয়েই কমছে আকর্ষণ
বন্ধু সুহৃদ আত্মীয়তার উষ্ণ উপস্থিতি।
আসে তবু পরব, আসে নানা অনুষ্ঠান
মেলামেশা দেওয়া নেওয়ার রঙীন অবসর
বাধা নিষেধ ভুলতে চেয়ে মুখিয়ে আছে প্রাণ
এরই মধ্যে হাজির নতুন একুশে' বৎসর।

অসহ্য আজ নির্বাসনে থাকার নিরিবিলি
দূরত্বটা বজায় রেখেই চলো সবাই মিলি।

বড়দিন

নীলাঞ্জনা বাসু

আমি একটা ছোট্ট পাইন গাছ আর এইটা আমার জীবনের গল্প। আমার এই ছোট্ট সুন্দর সাজানো শহরটায় এখন খুব ঠান্ডা | বরফ পড়ছে.. বাচ্চারা বরফের বল বানিয়ে লোফালুফি খেলছে, অনেকে আবার তুষার মানব বানিয়ে খুব সাজাচ্ছে! আমি খুব মজা পাচ্ছি-- হঠাৎ হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে আমার ডালপালায় জমে যাওয়া তুষার গুলোকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। মাটিতে আমার সাথে যেসব বাচ্চারা খেলতে আসে তার মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় ওই বড় বড় শান্ত চোখের ছেলেটাকে আমি ওর নাম দিয়েছি উদাসী রাজকুমার! এখনই ওর প্রায় কাঁধ অব্দি লম্বা সোনালী চুল আর ভারি সুন্দর দেখতে| তার চেয়েও যেটা সবচেয়ে ভালো লাগে সেটা হলো ওর স্বভাব। এমন কেউ নেই যার প্রতি ও প্রীত নয়, যেন সারা দুনিয়ায় সবাই ওর আপন জন! সে রাস্তার কুকুর হোক কি মানুষজন, সবাইকে ভালোবাসে সমানভাবে। ওর মনটা যেন এক অপার ভালোবাসার সাগর! ও, বলা হয়নি, ওর বাবা নেই, ও ওর মায়ের সাথে থাকে| এখানে একজন বৃদ্ধ রোজ আসেন, মিস্টার নিকোলাস| উনি আর ওনার বৃদ্ধা পত্নী আমার কাছে একটা সুন্দর ছোট বাড়িতে থাকেন| শুনেছি ওনার মেয়ে জামাই নাতি-নাতনি এক মর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায় একসাথে| তারপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বাড়িবদল করে চলে আসেন। এখানে ওনারা এই এলাকার বাচ্চাদের নিয়ে থাকেন, খেলেন, ওদের জন্মদিনে উপহার নিয়ে যান|

মিস্টার নিকোলাসের সাথে আমার রাজপুত্রের খুব গল্প হয়| আশ্চর্য ব্যাপার এই যে আমার রাজপুত্রই একমাত্র বাচ্চা যে উপহার নেয় না, ওর জন্য যা উপহার মিস্টার নিকোলাস আনেন তা ও সবার মধ্যে ভাগ করে নেয়| কখনো কখনো অন্য বাচ্চাদের দিয়েও দেয় | এইভাবে দিনগুলো আমার ভালই কাটছিল| দেখতে দেখতে আমার শরীরে যৌবন এলো| এই উদার আকাশে ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে থাকি আমি| আমার সাথে সাথে আমার রাজপুত্র হয়েছে তরুণ| সে এখন আর রোজ আসে না আমার কাছে - শুনেছি সে নাকি কুষ্ঠ রোগীদের সেবা করে| গোটা শহরে তাঁর মতো প্রিয় আর কোনো মানুষ নেই| বাতাসের গুনগুনানিতে শুনি সেটা নাকি কিছু হিংসুটে লোকের ভারি অপছন্দ| কারণ তারা আর গরিব মানুষদের ভয় দেখিয়ে কোন কাজ করাতে পারছে না| আমার রাজপুত্র সেবা আর সাহায্য করে তাদের মন জয় করে নিয়েছে, সবাই এখন ওরই কথা শোনে| আর ওর কাছে আছে অকৃত্রিম অপার প্রেম আর স্নেহ - নেই কোন ভয়, কোন সংকোচ বা হিংসার স্থান| কিন্তু আমার খুব ভয় করছে, শুনছি নাকি মিথ্যা অভিযোগে ওকে ওরা বন্দী করবে, পাহারা বসাবে ওর বাড়ির চারপাশে- ও থাকবে সর্বদা নজরবন্দি| তাহলে রাজপুত্র সেবা করবে কি করে? ও তো খুব কষ্ট পাবে!

আজ আমার খুব কষ্টের দিন বন্ধুরা-- আজ আমার রাজপুত্রকে বন্দি করেছে ওরা –

ও নাকি কোনো প্রতিবাদ করেনি-- শান্ত হয়ে ঢুকে পড়েছে ওর ছোট্ট ঘরটায়| তবে সারা শহরের মানুষ আজ শোকে মুহ্যমান| ওরা বলছে ওর পাশে যারা দাঁড়াবে তাদের সবাইকে নাকি রাজদ্রোহের অভিযোগ বন্দি করা হবে|

একি? একি শুনছি আজ? উদাসী রাজকুমারের বাড়ির চারপাশে নাকি অনেক মানুষ ভিড়

করেছে? কি হয়েছে আমার রাজপুত্রের? তাকে নাকি ডেকেও সাড়া পায়নি নজরদারেরা?

সবাই কাঁদছে কেন? তাহলে কি... তাহলে কি... আমার রাজপুত্র আর নেই?

আজ এক বছর হল আমার রাজপুত্র ভগবানের কোলে চলে গেছে| নজর বন্দি অবস্থায় মনে অশেষ কষ্ট নিয়ে চলে গেছে সে... তারপর থেকে কতদিন জানি না, দাঁড়িয়ে থাকতাম জীবন্মৃত হয়ে... হাসতে ভুলে গেছিলাম.. সূর্যের নরম রোদেও পাতা নাড়াতাম না|

তারপর একদিন কি যেন এক ফিসফিসানি হাওয়া এসে কানে কানে বলল, " পাইন গাছ-- ও পাইন গাছ- কষ্ট পাচ্ছ ? কেন ? আমায় ভালোবাসবে বলে? তবে কষ্ট কিসের? আমায় দেখতে পাও না বলে? ভালোবাসা যে প্রাণের টান গো-- আত্মার যোগাযোগ-- তাহলে? সেতো অবিনশ্বর--- সেই যে ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর? তার মতো করে ভাবো... ভালোবাসা হলো প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ আর আত্মার শান্তি-- কষ্ট পেয়ো না বন্ধু-- আমি আছি তোমার সাথেই"|

সেদিনের পর থেকে আস্তে আস্তে যেন মনটা ঠান্ডা হতে লাগলো.. যেন আবার বাঁচার ইচ্ছে ফিরে আসতে লাগলো..

অনেকদিন পর যেন সূর্যকিরণে পাতায় এল প্রাণের স্পন্দন!

ঠিক আমার মতোই মিস্টার নিকোলাস ও রাজপুত্রের শোকে পাথর হয়ে গেছিলেন| উনিও আর আগের মতো বের হতেন না|

তারপর একদিন উনিও আস্তে আস্তে আমার তলায় এসে বসতে শুরু করলেন... তবে কি সেই হাওয়া, ওনাকেও কিছু বলল?

শহরের মানুষ ধীরে ধীরে রাজপুত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেবা আর দানের পথে চলতে চাইছে-- তারা বুঝেছে ভালোবাসা আর সেবাই জীবনের লক্ষ্য.. কোন ভয় হিংসা অশান্তির স্থান নেই সেখানে| শহরের সবাই মিলে তাই ঠিক করেছে রাজপুত্রের জন্মদিনে এবার থেকে উৎসব হবে | অনাথ শিশুদের ভালোবাসা- বই- জামা কাপড় আর উপহারে ভরিয়ে দেবে মানুষ আর গরিব রোগ জ্বর জ্বরা মানুষের সেবার ব্রতে ব্রতী হবে সবাই|

আজ সেই দিন| আমার রাজপুত্রের জন্মদিন| আমার তলার বেদীটি আজ উপহারে ভরিয়ে দিয়েছেন.. টুনি বাল্ব, বেলুন আর ফেস্টুনে সেজে উঠেছি আমি-- শহরের সবাই আজ খুব খুশি!

বাচ্চাদের হাসি- আনন্দ- কলতানে আমি খুশিতে ঝলমল করছি! আর আমার রাজপুত্র আকাশের তারাদের মাঝখান থেকে বলছে, " পাইন গাছ, আজ যে বড়- মনের জানলা খোলা দিন, আজ যে বড়-শপথ নেওয়ার দিন, আজ যে বড়- জীবনের গান গাওয়ার দিন, আজ যে বড়দিন"||

অপেক্ষা

নির্মলসি সাহা

ক্লাস নাইনে উঠেই দেব স্যারের কোচিং এ ভর্তি হয়েছিলাম। স্যার আমাদেরকে পড়ানোর সাথে ওনার মেয়ে অয়ন্তীকা'কে ও পড়াতেন। তখন অয়ন্তীকা ক্লাস সিক্সে পড়তো। কোচিং ক্লাসে আমাদের চার বন্ধুর মধ্যে গোপন প্রতিযোগিতা চলত, অয়ন্তীকা আমাদের কার দিকে কতবার তাকিয়েছে বা হেসেছে তা লক্ষ্য করা, ওই বয়সে যা হয়। বাইরে বেরিয়ে এই নিয়ে আলোচনা হতো, তাতে পাল্লা'টা অবশ্য আমার দিকেই ভারী থাকত। স্যারের কোচিং এ পড়ে-ই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করি। তারপর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ দিয়ে একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি জুটলো। প্রথমে কয়েকমাস কলকাতা, চেন্নাই তারপর বিদেশে প্রায় বছর চারেক কাটিয়ে আপাতত কলকাতার অফিসে আছি। গড়পড়তা আর দশটা ছেলের মতো আমিও একজন সাধারণ মানের ছাত্র ছিলাম। বাবা একটা ভালো কোম্পানিতে চাকরি করেন তাই দারিদ্রতার সাথে আমাকে কখনোই যুঝতে হয়নি। প্রাচুর্যে হয়তো ছিলাম না, কিন্তু ছোটখাটো অভাববোধও ছিল না। বলতে গেলে সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনযাপন। আমার অনেক আগেই দাদা একটা বেসরকারি অফিসে চাকরি নিয়ে দুবাইয়ে নিজের জীবনটাকে গুছিয়ে নিয়েছে। স্ত্রী আর একমাত্র সন্তান রণিতকে নিয়ে দাদা বছরে একবার বাড়ি এসে কয়েকদিন কাটিয়ে যায়। দিদিরও বিয়ে হয়ে গেছে। এখন বাড়িতে বলতে গেলে বাবা, মা আর আমি। বাবার চাকরি এখনও কয়েক বছর আছে। ফলে আমার রোজগারের উপর সংসার নির্ভর করে না, তাছাড়া বাড়ির কেউ জানতেও চায়না আমি কত রোজগার করি। বরং মনে মনে হাসি পায় যখন দাদা ফোনে বলে, "কিছু টাকা-পয়সার দরকার হলে বলিস", বা মা খেতে দেওয়ার সময় বলে, "বাবা বলেছেন, দরকার হলে টাকা চেয়ে নিতে"। সুতরাং আমি আমার মতো বিন্দাস আছি। কোম্পানি মাইনের টাকা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেয়, আর আমার যখন যা লাগে তুলে নেই।

আজকাল অফিসে কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় বাড়ি ফিরতে প্রায়ই দেরি হয়ে যায়, বলতে গেলে ফেরার সময়ের আর ঠিক থাকছেনা। এতে বাড়ির লোকজন কি ভাবলো জানি না, হঠাৎই মা আমার কাছে বিভিন্ন বান্ধবীর খবরাখবর নেওয়া শুরু করে দিল। এক একজন বান্ধবীর নাম ধরে জানতে চাইছে, বিয়ে হয়েছে কিনা। প্রথম দুএকদিন উত্তর দেওয়ার পর কৌতূহলবশত: জিজ্ঞেস করলাম, তুমি হঠাৎ কেন জানতে চাইছ, ওদের বিয়ের খবর। তখন মা বললো, "তুই তো তোর প্রেমিকার কথা আমাকে বলছিস না, তাই খোঁজ নিয়ে দেখছি কোনো বান্ধবী এখনো তোর জন্য অপেক্ষায় আছে কিনা। আজকাল আবার অফিস থেকে ফেরার কোনো সময় ঠিক থাকছেনা। তোর তো বিয়ের বয়স হয়েছে, তাই খোঁজ খবর নিচ্ছি"। আমি হেসে বললাম, বিয়ে করার মতো বন্ধুত্ব কোনো মেয়ের সাথে আমার নেই। এমনিতে আমার মেয়ে বন্ধু প্রচুর আছে, তাদের সাথে সম্পর্ক ও বেশ ভালো, তাই বলে প্রেমিকা ভেবে ফেলোনা। আমি বুঝতে পারি, তুমি সারাক্ষণ একা থাকো, আমি বিয়ে করলে যদি তোমার একাকিত্ব ঘোচে, তাহলে বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারো। মা'কে বিয়ের সম্মতি জানিয়ে আমার নিজের ও হঠাৎই বেশ ভালো লাগা শুরু করে দিল। এতদিনে আমার আইবুড়ো ব্যাপারটা ঘুচবে। ভাবতে গিয়েই কেমন যেন গায়ে একটা শিহরণ অনুভব করছি। আসলে ভয়ে ভয়ে কোনো মেয়ের সাথে কোনদিনই প্রেম পর্যায়ে পৌঁছাতে পারিনি, পাছে ভুল বোঝে। তাছাড়া হয়ত আমার মনের ভিতর থেকেও সেই ভাবে প্রেম জেগে ওঠেনি। কোনো কোনো বান্ধবী হয়তো অনেকটা এগিয়েও ছিল, কিন্তু আমার তরফ

থেকে সেই ভাবে সাড়া না পেয়ে পিছিয়ে গেছে। বিয়ের ব্যাপারে আমার কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেয়ে মা একদম কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে। প্রথমেই বাবা, দাদা ও বৌদির সাথে মা আলোচনা করে ঠিক করে নিল, আমার জন্য চাকরি করা পাত্রীর চেষ্টা করা হবে, স্কুল শিক্ষিকা হলে খুবই ভালো। সেই মতো আত্মীয়স্বজন, জানাশোনা, পত্রপত্রিকা কিছুই বাদ রইলো না।

মাস দুয়েকের মধ্যে মা একটি পাত্রীকে পছন্দ করে আমাকে একটা ছবি দিয়ে বললো, "তোর পছন্দ হলে আমরা দেখতে যাবো, তবে সেদিন তোকেও আমাদের সাথে যেতে হবে। পাত্রীকে সামনে থেকে দেখে তারপর পাকা কথা হবে"। মা'য়ের উপর আমার এমনিতেই ভরসা ছিল, কারণ আজ পর্যন্ত আমার যাবতীয় পোশাক বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মা নিজে পছন্দ করে কিনে আনে, তাতে আমার কোনদিনই অপছন্দ হয়নি, বরং আমি নিজে পছন্দ করে এতো ভালো কিনতে পারতাম না। কাজের চাপে দেখব-দেখছি করে ছবিটা আর দেখা হয়ে ওঠেনি। হঠাৎই ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি এক শনিবার রাতে মা বললো, কাল পাত্রীর বাড়ি যাওয়া হবে। যেহেতু পাত্রীর ছবি নিয়ে মা'কে কিছু বলিনি, মা ধরে নিয়েছে, আমার পছন্দ হয়েছে। আমিও আর কথা না বাড়িয়ে মা'য়ের কথায় রাজি হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম এতদিন ছবি দেখিনি, তাতে কি হয়েছে, কাল সামনে থেকে দেখে নেব। মা চলে যেতেই আমার সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজে ছবিটা পেলাম না। পরে মনে হলো, ঘর পরিষ্কার করার সময় হয়তো ছবিটা ফেলে দিয়েছে।

পরদিন বাবা, মা, আমি আর মাসতুতো দিদি মৌলীকে সাথে নিয়ে পাত্রী দেখতে গেলাম। সম্পর্কে মৌলী দিদি হলেও বয়সে আমরা প্রায় সমবয়সী, যদিও ওর বিয়ে হয়ে গেছে প্রায় পাঁচ বছর আগে। বাবা আমাদেরকে গাড়ি করে যে বাড়িতে নিয়ে গেলেন তাতে আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। আমি বললাম এ বাড়ি তো আমার অতি পরিচিত, আমিতো এঁদের সবাইকে জানি। মা বললো, ঠিকানা এ বাড়ির দেওয়া আছে, চল ভিতরে গেলে বুঝতে পারব। ভিতরে ঢুকতেই স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কৌশিক, তুই ওনাদের সাথে, পাত্র বোধহয় তোর আত্মীয়। বোস, অনেক দিন পর তোর সাথে দেখা। অয়ন্তীকার মুখে শুনলাম, তুই একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করছিস, খুব ভালো"। স্যারের কথা শুনে আমি খানিকটা লজ্জা পেয়ে গেলাম, তারপর আস্তে করে বললাম, আমিই পাত্র। স্যার কি ভাবলেন বুঝলাম না, তবে চুপ করে গেলেন।

খানিকক্ষণ পর অয়ন্তীকাকে নিয়ে কাকিমা সহ দু-তিনজন মহিলা এসে হাজির হলেন। কিছুক্ষণ সাধারণ কথাবার্তার পর স্যারের অনুমতি নিয়ে মা-বাবাকে সাথে করে পাশের ঘরে গিয়ে বললাম, পাত্রীর বাবা আমার স্যার, আমি ওনার কাছে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে পড়তে আসতাম, ফলে বাড়ির সবাইকে চিনি। অয়ন্তীকার সাথেও আমার ভালো পরিচয় আছে। সুতরাং ওকে তোমাদের পছন্দ হলে আমার কোন আপত্তি নেই, ওনারা আমাকে ভীষণ ভালোবাসেন। এরপর সবাই মিলে আলোচনায় আমার আর অয়ন্তীকার বিয়ে ঠিক করলো আগামী বিশে এপ্রিল, দুহাজার বিশ। এখনো মনে পড়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পরও বার কয়েক স্যারের বাড়ি গিয়েছিলাম, তারপর আর যাওয়া হয়ে উঠেনি, কারণ কাজকর্মের চাপ, বিদেশে চাকরি নিয়ে কয়েকবছর কাটানো, সব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। অয়ন্তীকার সাথে পরিচয় হয়েছিল ঠিকই, এমনকি অবসরে গল্পও হয়তো করেছি, তবে ওইটুকুই, এর বেশি আমার দ্বারা সম্ভব ছিল না। এই ক'বছরে অয়ন্তিকা যে কলেজে পড়াচ্ছে এবং বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে তা কল্পনাতেও ছিলনা। এতদিন পর ওর সম্মুখীন হয়ে অনেকটা অবাক হয়ে গেছিলাম। পরে ফোনে কথা

বলতে গিয়ে এই নিয়ে আমরা হাসাহাসি করেছিলাম। এরপর থেকে আমাদের যোগাযোগ বেড়ে গেল এবং সম্পর্ক আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হতে লাগলো।

এদিকে মার্চ মাস পড়তে না পড়তেই সারা বিশ্বের সাথে আমাদের দেশেও করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়লো। করোনা আতঙ্কে আমরা সবাই গৃহবন্দী হয়ে পড়লাম। ঘনঘন হাত স্যানিটাইজ করা আর বাইরে বেরোতে গেলে মাস্ক সঙ্গী হয়ে দাঁড়ালো। টিভি, খবরেরকাগজ খুললেই করোনার খবর, এ এক ভয়ানক আতঙ্ক চেপে ধরলো। চারিদিকে প্রচুর লোকের করোনায় আক্রান্ত হওয়া, সাথে কিছু লোকের মৃত্যুর খবর, মনকে আরও বিষন্ন করে তুলতে লাগলো। এরই মধ্যে লকডাউন শুরু হয়ে গেল, জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়লো, সবাই গৃহবন্দী। হাসপাতাল, ডাক্তার, চিকিৎসা কর্মী, ওষুধ, এমনকি পিপিই যা করোনার চিকিৎসা করার জন্য ডাক্তার ও চিকিৎসা কর্মীদের একান্ত প্রয়োজনীয়, সবই অপ্রতুল, যদিও পরে ধীরে ধীরে উন্নতি ঘটেছে। বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা, হাট-বাজার, দোকানপাট সবই বন্ধ হয়ে গেল। অনেক লোক কর্মহীন হয়ে পড়ছে, বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রে এর প্রভাব মারাত্মক আকার ধারণ করলো। আমার মতো কিছু ভাগ্যবানের জন্য বাড়ি বসে কাজ করার সুযোগ জুটলেও আমার বয়স্ক বাবার ক্ষেত্রে বাড়ি বসে কাজ করার সুযোগ ছিলো না। প্রথম কিছু দিন ছুটি থাকার পর বাবাকে অফিস যেতেই হলো। এতে করে কয়েকদিনের মধ্যে বাবা করোনা আক্রান্ত হয়ে পড়েন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, বাড়াবাড়ি হয়নি, পাশের বাড়ির ডাক্তার জেঠুর পরামর্শ আর সরকারি নির্দেশ মেনে বাড়িতেই আলাদা থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেন। ভাগ্যিস আমাদের কারোর হয়নি। এদিকে আমার বিয়ে শিকেয় উঠলো। আমার আর অয়ন্তীকার মধ্যে ফোন হয়ে উঠলো একমাত্র সম্বল যা দিয়ে দু'জনে অন্তত কথাবার্তা বলতে পারছি। বিয়ের তারিখ যে কবে কিভাবে পেরিয়ে গেছে বুঝতেই পারলাম না। শুধু মনে হতে লাগলো, কবে এই বিষময় দুহাজার বিশ সাল শেষ হয়ে অমৃতের সন্ধান নিয়ে দুহাজার একুশ আসবে। গৃহবন্দী বিশ্ববাসী প্রহর গুনছে সুদিনের অপেক্ষায়।

আমিও এঁদেরই একজন, অপেক্ষায় আছি, করোনা মুক্ত নতুন বছরে আমি আর অয়ন্তীকা নতুন জীবন শুরু করবো। দুহাজার একুশ দরজায় কড়া নাড়ছে। ইচ্ছে করছে পৃথিবীর দরজায় লেবু-লঙ্কা ঝুলিয়ে দিয়ে বলি, করোনা গ্রস্ত 'দুহাজার কুড়ি', বিদায় হও, সমস্ত অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে নতুন আশা, নতুন আলো নিয়ে দুহাজার একুশ ধরা দাও বিশ্ব মাঝারে।

স্বাগত দু'হাজার একুশ।

कैथरीन

अमितेश रंजन

दशाश्वमेघ घाट पर अद्भुत नजारा था। एक ओर गंगा अपनी धारा की चपलता को विराम दे कातर हो बह रही थी तो वहीं उसकी घाट पर लाखों दीपक दमक रहे थे। दीप हाथ में लिए हजारों मदमस्त भक्त गंगा आरती झूम - झूम कर गा रहे थे। अलौकिक दृश्य था ये। अगर बनारस की घाट पर लोगों को तर्पण मिलता है तो इस महा आरती का दर्शन लोगों के जीवन की सार्थकता को सुदृढ़ करता है। ऐसा लग रहा था जैसे देवलोक के सारे देवी देवता गंगा की उस घाट पर खड़े हो निश्चल, पवित्र गंगा को पुष्प अर्पित कर रहे हों और नेपथ्य में गंगा आरती इस वातावरण को और भी पवित्रता प्रदान कर रही हो।

उन कई हाथों में एक हाथ कैथरीन का भी था जो इस अद्भुत दृश्य को देख कर मंत्रमुग्ध सी खड़ी थी। एक बार को उसे लगने लगा कि वो किसी और ही दुनिया में चली गयी है। सच में शायद देवभूमि में आ गयी हो मानो। यह संपूर्ण दृश्य उसे अपने आप की क्षद्मता का बोध करा रही थी। कई भाव उसके अंतर्मन में अगाध चले जा रहे थे। अपने अंदर के कोलाहल को भीतर ही समेटे वो गंगा में बही जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी भावनाएं एक ही बिंदु पर आ कर सिमट सी गई है और वो बिंदु लगातार भारी होता जा रहा है। इतना भारी की वो शायद गंगा में तैरती हुई उसकी तल तक डूबती जा रही है। जैसे उसका दम घुट रहा हो और वो सांसों के पृथक खंडो में अपना जीवन तलाश रही हो। गंगा आरती की आवाज तीव्र होती जा रही थी और उसके कानों में ठंडी जिंदगी भरती जा रही थी। एक अजीब सी उहापोह की स्थिति आ गयी थी। वो जैसे जीवन - मृत्यु और अमरत्व के तिराहे पर खड़ी है और राह चुनना उसकी समझ से भी परे होता जा रहा है। तभी एक गर्म हथेली उसने अपने कंधे पर महसूस किया। ऐसा लगा जैसे उस एक हाथ ने उसे इन सारी सांसारिक गतिविधियों से बाहर निकाल दिया हो। एक अनंत सुकून की अनुभूति हुई। वह अपने सांस वापस पा कर इतना बेहतर महसूस कर रही थी कि एक बार पीछे मुड़ना भी जैसे जरुरी नहीं समझा। जिंदगी के कुछ क्षण अपने में भरने के बाद वो उस देवदूत को देखने के लिए पीछे पलटी। वहां कोई नहीं था। जो अभी कुछ क्षण पहले सुलझा था वो अचानक फिर उलझ

गया। अजीब असमंजस की स्थिति थी। लगा कि माँ गंगा ने अपनी हथेली का सहारा दे उसे खुद में डूबने से उबारा हो।

यह सब कैथरीन के लिए काफी नया था। उसने काफी सुना था बनारस के बारे में। कि ईश्वर ने पृथ्वी पर अपना घर इसी शहर में बना रखा है। जहाँ हर कंकड़, हर पत्थर में भगवान् मिल जाते हैं। जहाँ हर इंसान ईश्वर से सीधे तौर पर जुड़ा है। खुद में बसे मैं को जानने के लिए बनारस सबसे अच्छी जगह है। इस एक वक़्त पर कैथरीन को सबसे ज्यादा इसी बात की जरुरत थी। वह अपने आप से रूबरू होना चाहती थी। अपने अंदर के कैथरीन को और बेहतर ढंग से जानना चाहती थी।

***

दक्षिण स्पेन का एक छोटा सा शहर ग्रानाडा। यह खुबसूरत शहर सिएरा निवाडा की पहाड़ी तलछटी में बसा है और मध्यकालीन इतिहास की कई गौरवशाली ऐतिहासिक स्मृतियाँ अपने में समेटे है। यह शहर स्पेन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। 15 वीं सदी में जब पूरा स्पेन कई राजवाड़ाओं के क्षेत्र में बंटा था, क्षेत्रीय एकता छिन्न - भिन्न हो रही थी, यहीं के राजा फर्डिनांड नें पुरे स्पेन को एक सूत्र में बाँधा था। इस गौरवशाली इतिहास की कई गाथा पुरे शहर में बिखरे पड़े हैं। इतिहास सिर्फ युद्ध से ही नहीं भरा था, राजा फर्डिनांड और रानी इसाबेल की प्रेम गाथा से भी अभिभूत था।

ऐसी ही कहानियाँ सुनते हुए कैथरीन बड़ी हुई थी। एक सामान्य से परिवार में पैदा हुई कैथरीन ने अपने इतिहास के प्रोफेसर पिता से कई कहानियां सुनी हैं स्पेन के बारे में। उसे इतिहास जानना और समझना अच्छा लगता था। छुट्टी के दिनों में अक्सर उसके पिता उसे स्पेन के इतिहास की कई कहानियाँ सुनाया करते, अपने बाग़ में बैठ कर। और कैथरीन मंत्रमुग्ध हो जिया करती उन ऐतिहासिक वर्णन को। अक्सर वो उन कहानियों में खो सी जाती। जैसे वो भी उस समय में पहुँच गयी हो

और हर ऐतिहासिक घटनाओं का हिस्सा बनी हो। कभी वो खुद में हाब्सवर्ग स्पेन को देखती तो कभी वो फ्रांस की क्रांति के दौरान की योद्धा बन जाती, और अपने स्पेन के भविष्य के लिए शत्रुओं से दो - दो हाथ करती। कभी तो उसे अपने - आप में इसाबेल की प्रतिछाया दिखती और अचानक ही वो उस महारानी की तरह की छुईमुई भावों को आत्मसात कर लेती अपने भीतर, फिर कभी वही इसाबेल तलवार निकाल निकल पड़ती शत्रुओं से लोहा लेने, अपने स्पेन की स्वाभिमान की रक्षा में। ऐसे ही कैथरीन बड़ी हो रही थी। वैसे ही जैसे कोई भी सामान्य लड़की बड़ी होती है।

एक दिन उसके पिता ने उसे भारत और भारत की गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया। एक बार तो कैथरीन भारत की कहानियों से अपनी आप को वो जोड़ भी नहीं पा रही थी। वैसे भी यूरोप के पास अपनी ही इतना है कि वहां के लोगों को एशिया की ज्यादा ना तो जानकारी होती है ना समझ। सिर्फ इंसान होने भर की ही समानता है दोनों महादेशों में, बाकी कुछ नहीं - न खान - पान, न रहन-सहन और ना हीं रीति - रिवाज़। सो इस बार वो कहानी को कहानी की तरह ही सुन गयी। अधिकतर इतिहास तो सारे जगहों की एक सी हीं होती है जहाँ राजा अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है और जो ताकतवर होता है वो राज करता है। इस पूरे इतिहास में धोखा, विद्रोह और प्यार की कई छोटी - छोटी कहानियां होती हैं जो किसी देश के भविष्य में अहम् हो ना हो पर किताबों का हिस्सा जरूर बनता है। भारत की कहानी कमोवेश उसे यूरोप के इतिहास जैसा ही लगा - बस नाम थोड़े अलग थे।

जो एक बात उसे भारत की अलग लगी वो थी भारत में देव परंपरा और पुनर्जन्म की बातें, कई अवतार की कहानियाँ। उस समय उसे लगा था कि अगर कभी घूमने का मौका मिला तो वो भारत एक बार तो जरूर जाएगी।

***

आज कैथरीन को ऐसा लग रहा था कि बनारस ने उसे पुनर्जन्म दिया है। पिछले एक हफ्ते से वो बनारस की गलियों, बनारस के घाट में अपने आप को ढूंढने, पहचानने की कोशिश कर रही थी। घंटो वो बनारस की सड़कों पर आवारगी में बहती, जुड़ती, समझती। उसका ये भारत भ्रमण एक महीने का था। लेकिन दिल्ली से यहाँ आने के बाद उसे ऐसा लगा कि वो इस शहर को छोड़ कर हीं ना जाये। बनारस की सुबह, यहाँ की गलियां, घाट, मंदिर और उनसे निकलने वाले घंटे और आरती की सुरीली आवाज ने उसे मंत्रमुग्ध कर रखा था। बनारस एक जादू की तरह उसपर चढ़ा हुआ था। वो भी इस मोहिनी माया से बाहर नहीं आना चाह रही थी। अब बात सिर्फ एक महीने की नहीं, पूरी जिंदगी की हो गयी थी।

धीरे - धीरे उसे भारत की हर बात से प्यार होने लगा था। संकरी गलियां, अस्त व्यस्त सड़कें, बिना किसी नियोजन के बसे शहर और कस्बे, लोगों का बेवजह चिल्लाना, गंदगी फैलाना सब कुछ। उसे ये सब अपना सा लगने लगा था। बाल विवाह, वैधव्य निर्वसन, धर्मनिष्ठ दकियानूसी प्रथाएँ , दहेज, कर्मकांड सब उसे उतना परेशान नहीं करते। शायद उसे ये सब मान्य भले ही न हो पर कभी उस पर सवाल उठाना लाजिमी नहीं समझा। उसे लगता कि ये हमारी विसंगतियाँ हैं और हम धीरे - धीरे उसे दूर कर देंगे।

कभी कभी ऐसा लगता उसे की कहीं उसका भारतीयकरण तो नहीं हो रहा है। हालाँकि इसमें उसे कोई गलत बात नहीं लगती। उसे लगा कि शायद पिछले जन्म में वो यहीं पैदा हुई थी। इस जन्म में वापस वो अपनी जड़ों से जुड़ने आ गई है। यह जरूर ईश्वर की हीं कोई अलौकिक चाल है। वर्ना न तो भारतीय ग्रानाडा शहर के बारे में जानते होंगे न स्पेन में कोई बनारस को। यह सब समय का ही खेल है जो हमारी सोंच से भी ज्यादा तेज चलती है और हमारी जानकारी के बिना ही चाल चलती रहती है। हम सब उसकी खेल के मोहरे भर हैं।

***

पिछले कुछ दिनों में उसने थोड़ी किताबें भी पढ़ ली थी। रामचरितमानस और गीता तो जैसे उसे जीवन की किताब लगने लगी थी... महज कहानी नहीं... पूरा जीवन दर्शन। ऐसे ही एक दिन वो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की विजिटर लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी। एक मध्य आयु का युवक उसके पास ही बैठा था। आगाहे ही कैथरीन की नजर उसकी किताब पे पड़ी। वह मध्यकालीन विश्व की इतिहास की पुस्तक पढ़ रहा था और उसके लेखक का नाम अल्फ्रेडो था। अल्फ्रेडो... ओह यही तो वो है जिसने उसे भारत जाने के लिए प्रेरित किया था... जिससे वो छुट्टी के दिनों में स्पेन और दुनिया की न जाने कितनी कहानियां सुनी थी। जिसने कभी उसके भारत जाने के निर्णय पर सवाल नहीं उठाया। जो आज तक घंटों उसके भारत भ्रमण के अनुभव को सुनता और सुनता रहता। वो जो कैथरीन की हर बात सुनता जो कैथरीन बोलती और वो भी जो वो बोलना चाहती। अल्फ्रेडो... उसका पिता... या शायद उससे बढ़कर कुछ।

"हैल्लो, मेरा नाम कैथरीन है।"

"मैं सत्यव्रत।" उसने एक हल्की मुस्कान दी और किताब पे बुक-मार्क डाल कर साइड में रख दिया।

"क्या आप यहाँ पढ़ते हैं?"

"हाँ, Ph.D. कर रहा हूँ, विश्व मध्यकालीन इतिहास पर। और तुम"

"मैं... मैं तुम्हारे भारत को जानने, समझने आयी हूँ।"

"अच्छा, कुछ समझ में आया।"

"यह देश अद्भुत है। मैं आजन्म यहाँ रह सकती हूँ।" कैथरीन की आँखों में एक चमक आ गयी थी। ऐसा लग रहा था कि सत्यव्रत एक विदेशी है और कैथरीन उसे अपने भारत की गौरव गाथा सुना रही है।

"हाँ, यह निश्चित रूप से एक महान देश है। पर तुम वास्तविक तौर पे कहाँ से हो?" सत्यव्रत उसे और जानने को उत्सुक था।

"ग्रानाडा... "

"ओह तो तुम तो प्रोफेसर अल्फ्रेडो को जरूर जानती होगी। यह भी तुम्हारे ही शहर के हैं।" किताब दिखाते हुए सत्यव्रत ने बोला, "इनकी मध्यकालीन इतिहास की जानकारी से मैं तो मंत्रमुग्ध हूँ। लिखने की शैली भी ऐसी की लगता है इनकी बताई बातें सच्चाई के सबसे करीब हैं।" लगभग बिना रुके एक सांस में बोल गया था वो।

"हा... हा... हा... हा... हाँ मैं इन्हे बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। पर ये इतने अच्छे हैं ये आज पहली बार पता चला" शरारत में कैथरीन अपने आँखों को छोटा बड़ा कर के बोल रही थी।

सत्यव्रत थोड़ा गंभीर हो गया। बोला, "तुम्हें इन्हे पढ़ना चाहिए, शायद तब तुम्हे इनके ज्ञान का आभास होगा।"

कैथरीन अब तक तो जैसे सातवें आसमान पे जा पहुंची थी। कोई भी पहुँच जाता जब अपने पिता की तारीफ़ सुने, वो भी अपने घर से मीलों दूर, किसी अनजान से शहर में किसी अनजान व्यक्ति से।

"मुझे इन्हे पढ़ने की जरुरत नहीं है इनकी महानता जानने के लिए। इन्हे सुन कर बड़ी हुई हूँ। ये मेरे पिता हैं।"

सत्यव्रत बड़े ही असमंजस की स्थिति में पड़ गया था। समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। बस एक झेंपी सी हंसी हंस दी उसने।

"विश्वास नहीं हो पा रहा है की मैं प्रोफेसर अल्फ्रेडो की बेटी के साथ बैठा हूँ। दुनिया सच में बहुत छोटी है। अल्फ्रेडो मेरे द्रोणाचार्य हैं, भले ही मैं उनका एकलव्य हूँ। उन्हें नहीं तो उनकी बेटी को ही सही, मैं कॉफ़ी पिला कर गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ।" झेंप में सत्यव्रत ने बोला।

"माफ़ करना, सन्दर्भ काफी हिंदुस्तानी है, पता नहीं कितना समझ पायी हो तुम मेरी भावनाओं को, प्रोफसर अल्फ्रेडो के लिए।" अपने आप में ही बड़बड़ाता हुआ सत्यव्रत ने जोड़ा।

"ठीक है। अगर कॉफ़ी गुरु दक्षिणा है तो मैं ले लुंगी। वापस स्पेन जा कर डैड को मैं वो कॉफ़ी खुद से बना कर पिला कर ऋणमुक्त हो जाउंगी। और हाँ, मैंने कुछ किताबें और तुम्हारे कुछ ग्रन्थ पढ़े हैं। सो तुम इस भाषा और ऐसे सन्दर्भों में मुझसे बात कर सकते हो।"

***

"Black Coffee for me. और तुम!" जैसे अपने पिता की गुरुदक्षिणा कैथरीन decide कर रही थी।

"दोस्त, एक Black Coffee और एक मसाला चाय ले कर आना।" आर्डर दे कर सत्यव्रत अभिभूत हो कैथरीन को देख रहा था। उसे अभी भी भरोसा नहीं हो पा रहा था कि सामने बैठी लड़की प्रोफेसर अल्फ्रेडो की बेटी है। वो प्रोफेसर अल्फ्रेडो की लड़की के साथ बैठा है।

कैथरीन उसकी तन्द्रा भांग करती है, "अब कुछ बोलोगे भी या यूँ ही खुद से बातें करते रहोगे।"

"हाँ, दुनिया कितनी छोटी है ना!"

"Oh God! तुम अब भी वहीं हो।"

"नहीं, नहीं। अच्छा छोड़ो। बताओ क्या क्या देखा तुमने हमारे इस अद्भुत देश में। कहाँ - कहाँ घूम आयी।" सत्यव्रत माहौल को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा था।

"बनारस और बस बनारस। यहाँ की गलियां, यहाँ की गंगा, यहाँ के लोग, यहाँ के घाट, श्मशान, महादेव, हनुमान... सब कुछ। सब जगह घूम आयी। यहाँ की पवित्र सुबह, बेहतरीन शाम, अल्हड़ दोपहर... सब देखा।"

"अरे... अरे... अरे... बस भी करो अब। अब क्या बोल बोल कर बनारस घुमा दोगी। भारत बनारस से बड़ा और भरा है। मैं खुश हूँ कि तुम्हे मेरा शहर इतना पसंद आया। लेकिन मेरी सबसे पसंदीदा जगह है गोकुल। हाँ, बनारस तो है हीं।"

"अच्छा, मेरा Visa Extension हो जाये तो वहां भी जाऊंगी। पर बनारस तो जैसे मुझमे बस गया है, मैं बनारस में बसु या ना बसु।"

काफी देर तक उनकी कभी स्पेन तो कभी भारत और बनारस की बातें चलती रहीं। कब शाम ढल गयी पता ही ना चला।

"चलो बहुत देर हो गयी अब। हमें चलना चाहिए।" बैग उठाते हुए कैथरीन ने कहा।

आज का गुरु और गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम ख़त्म हो गया था। जो ख़त्म नहीं हुई थी, वो थी उनकी दोस्ती, ये तो अभी शुरू ही हुई थी।

***

इस एक महीने के बनारस प्रवास में सत्यव्रत पहला इंसान था जिसने कैथरीन को थोड़ा ज्यादा प्रभवित किया था। शायद एक अच्छे मित्र की तरह। और ये connection भी ख़ास था, क्योंकि यह इंसान उसके पिता के कार्यों का अनुरागी था। सो कैथरीन ने उसे ले कर एक Soft corner develop कर लिया था उसके लिए।

सत्यव्रत की इतिहास की जानकारियां भी खूब थी। उससे भी बेहतर था इतिहास को सुनाने का उसका अंदाज। ऐसा लगता जैसे सारी घटनाएं आँखों के सामने ही घटित हो रही है। जैसे उसे सुनने वाला उस काल खंड में चला जाता और पूरी घटनाक्रम का हिस्सा सा बन जाता। पुराने समय की बातों को आधुनिक सन्दर्भों में समझाने और बखान करने का उसका अंदाज भी काफी निराला है। जब वह इतिहास में जाता तो सच में इतिहास में चला जाता। आसपास के लोग भी मंत्रमुग्ध हो उसके साथ घूमते रहते अतीत में।

कैथरीन को उसका यह अंदाज बहुत भाता था। वो अक्सर उसे अपनी बातों से लगभग धक्का दे कर इतिहास में ढ़केल देती और सत्यव्रत तैरता जाता गौरवशाली अतित में, कैथरीन भी अपने उस क्षण का पूरा लुत्फ़ उठाती। कभी कुछ काले अध्याय पे जा कर वो ठिठक जाता तो कभी उससे अनजान बन साफ़ मुकर जाता। फिर वो इतिहास पौराणिक हो, आधुनिक हो या मध्यकालीन या किसी भी राज्य, प्रान्त और देश से सम्बंधित हो। सत्यव्रत के लिए इतिहास उसका अपना घर जैसा था। उसकी इस कला को विश्वविद्यालय के लड़के समझते थे। अक्सर वो घिरा रहता था उन उत्साही लड़के - लड़कियों के बीच University Amphitheater में। कई राजा - महाराजा अपने युद्ध उस Amphitheater में लड़ आते, कई रानियाँ अपने प्रणय संवाद वहीँ करती, कई क्रन्तिकारी वहाँ अपने देश पे जान न्योछावर कर जाते। कई राजनितिक षड्यंत्र वहाँ रचे जाते, कई वंश वहाँ अपनी शक्ति क्षीण कर जाती, कई नए राजवंशों का अभ्युदय वहां होता। अगर सत्यव्रत वहाँ होता तो Amphitheater इतिहास के पन्नों में तब्दील हो जाता, सदियां वहां लम्हों में व्यक्त हो जाते। सारे उत्साही छात्र उन घटनाक्रम के पात्र बन जाते और सत्यव्रत उस नेपथ्य से आने वाली आवाज बन जाता। कैथरीन को यह दुनिया बहुत भाती थी। वो बेलौस बह रही होती इन कहानियों में।

कैथरीन ने एक बार उसे बोला था कि अपने अंदाज में उसे उसके देश की कहानी सुनाये। वो अपने देश के बारे में किसी परदेशी से सुनना चाहती थी। शायद उसे एक अलग परिपेक्ष्य जानना था अपने इतिहास का। सत्यव्रत ने मुस्करा कर हामी भर दी।

***

"वो समय था प्रभुत्व का। जो मजबूत था वो राज कर रहा था। जिसमे क्षमता नहीं थी वो उस सत्ता व्यवस्था का हिस्सा बन जाते। यूरोप में पंद्रहवी शताब्दी में जंगल

का कानून चलता था। हर समय छोटे - छोटे साम्राज्य युद्ध और षड्यंत्र के दंश को झेलने को मजबूर रहते थे। फिर चाहे इटली का युद्ध हो जो अस्सी वर्ष चला या फ्रेंको - स्पेनिश संघर्ष जो तीस वर्षों तक चला था। अजीब यह की हर युद्ध यूरोप में सत्ता परिवर्तन तो लाता था, पर सामजिक परिवर्त्तन नहीं। यह सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई थी। आम जन इन पूरी परिस्थितियों में सबसे ज्यादा पिस रहा था। धीरे धीरे आमजन का स्वाभिमान भी कम होता जा रहा था। पूरा यूरोप कई छोटे - छोटे साम्राज्य का समूह बनता जा रहा था। उस समय का यूरोप कई छोटे खेमों में बंट सा गया था। फ्लोरिडा, लुसियाना, सैंटो डोमेनियन, ग्रानाडा, पेरू, रिओ-डी-ला-प्लाटा, कैनेरी द्वीप, एफिनि जैसे कई प्रान्त इसी वर्चस्व की लड़ाई से बने साम्राज्य थे। पूरा यूरोप कई भाषा और पंथों में बंटा था। राज तो सब कर रहे थे, लेकिन सुधार कोई नहीं करना चाहता था परिस्थितियों का। हत्या, षड़यंत्र, ऐय्याशी की कई कहानियां प्रचलित थी उस समय के यूरोप में। यही वजह है की मैंने उस युग में जंगल राज की बात की।

उसी समय स्पेन में हब्सबर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। हब्सबर्ग हालाँकि एक छोटा प्रान्त था स्पेन का, पर वो एक नया इतिहास लिखने जा रहा था यूरोप का। सोलहवीं शताब्दी में हब्सबर्ग में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता राजा चार्ल्स प्रथम के हाथ में आयी थी। चार्ल्स सिर्फ साम्राज्यवादी सोंच ही नहीं रखता था, उसके पास एक दूरदर्शिता भी थी। उसकी सोंच में राज करना महत्वपूर्ण तो था, राज्य को समृद्धि की राह पर ले जाना भी महत्वपूर्ण था। तब जबकि राजाओं के जन्मस्थान को राजधानी बनाये जाने की प्रथा थी, चार्ल्स ने आधिकारिक दीर्घकालीन राजधानी मेड्रिड को बनाया। उसने राज-व्यवस्था चलाने के लिए मंत्रिमंडल बनाया, जो उस समय में नहीं बनाये जाते थे। राज्य के सारे निर्णय या तो राजा स्वयं लेता था या उसके निकट के चाटुकार राजा के निर्णय को प्रभावित करते थे। चार्ल्स ने इस प्रथा को अस्वीकार कर एक सुदृढ़ मंत्रिमंडल का गठन किया और मंत्रिमंडल में सिर्फ छोटे राज्यों के राजाओं और जमींदारों को ही जगह नहीं दी, बल्कि कई विद्वानों

को भी मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया। हब्सबर्ग के सारे फैसले अब मंत्रिपरिषद की बैठकों में लिया जाने लगा। उसने भाषा और पंथों का एकीकरण करना शुरू किया। स्पेनिश को आधिकारिक भाषा बनाई गयी। चर्च के मेमोरियल में स्पेनिश भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। कैथोलिक को आधिकारिक धर्म बनाया गया। जो पंथ कैथोलिक धर्म को मानने से इंकार करते उन्हें छल - लालच से धर्म परिवर्तन करवाया जाता। जहाँ छल - लालच काम नहीं काम आता वहां उसने बल प्रयोग कर पुरे समुदाय का धर्म परिवर्तन करवाया। वजह यह नहीं की थी कि चार्ल्स धार्मिक प्रवृत्ति का था, वजह यह थी कि कोई भी सुधार तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक समाज एक जुटता ना दिखाए। अलग अलग पंथों के लोग अपनी प्रभुत्व की लड़ाई ना लड़ती रह जाये। और समाज को एकजुट करने के लिए धर्म से बेहतर साधन और क्या हो सकता है।

उस समय हब्सबर्ग कई सुधारों का गवाह बना था। प्रारम्भ में चार्ल्स को आम जन के काफी विरोधों का सामना करना पड़ा। पर इन सारे आतंरिक परिवर्तनों को उसने बड़े ही अहिंसात्मक तरीके से लागू किया। एकबारगी तो उसके अपने चुने हुए मंत्रिपरिषद ने भी उसका विरोध किया लेकिन चार्ल्स की क्षमताओं पर किसी को संदेह नहीं था। चार्ल्स ने अपने विद्वानों को स्पेन का संविधान लिखने को बोला। हब्सबर्ग स्पेन का संविधान मानव इतिहास का संभवतः प्रथम लिखित संविधान था।

चार्ल्स ने यूरोप के छोटे साम्राज्यों को एकीकृत करने में काफी अहम् भूमिका निभाई थी। उसने हब्सबर्ग के सुधारों का प्रचार कर कई साम्राज्यों में Civil War की स्थिति पैदा की। राज्यों को जीतने के लिए राजाओं को हराने कि बजाय जनता को जीतना शुरू किया। हालाँकि इस जीत - हार में चार्ल्स अपना दिल इशाबेल के क़दमों में हार गया था। यूरोप के क्रन्तिकारी सुधारों की पृष्ठ्भूमि में चार्ल्स और इशाबेल की प्रेम - कथा भी खासी चर्चा का विषय बनती जा रही थी। इशाबेल भी लड़ाकों के परिवार से थी सो कई लड़ाइयों और सामजिक सुधारों में चार्ल्स के कंधे से कन्धा मिला कर काम कर रही थी। वह दौर था जबकि यूरोप में महिलाये

अमूमन भोग - विलासिता की वस्तु मानी जाती थी, इशाबेल ने उस मिथ को तोड़ा था।

आज का यूरोप चार्ल्स और इशाबेल के सपनों का यूरोप है। पंद्रहवी - सोलहवीं शताब्दी में लाये गए चार्ल्स के परिवर्तन आज भी यूरोप की जीवन रेखा सी है। कई संवैधानिक व्यवस्थाएं सैकड़ो सालों के बाद भी आज तक यूरोप की अलौकिकता को वृहत्तर बनाता है।"

यह पूरी कहानी कहते कहते सत्यव्रत कई दफा लोगों के बीच से गुजर जाता। पर उस Amphitheater में बैठे छात्र बुत बने यूरोप की इतिहास का हिस्सा बने हुए थे। कैथरीन ने अपने पिता से भी सोलहवीं शताब्दी के यूरोप की ऐसी व्याख्या नहीं सुनी थी। वह भी बनारस हिन्दू विश्वविधालय की Amphitheatre में बैठे बैठे हब्सबर्ग की सैर कर रही थी। कभी सत्यव्रत में चार्ल्स को तो खुद में इशाबेल को तलाश रही थी।

बड़ा ही मनोरम माहौल था वहां का। सत्यव्रत ने जब बोलना बंद किया तो भी कुछ क्षण के लिए सारे छात्र और कैथरीन हब्सबर्ग स्पेन और मध्यकालीन यूरोप से बाहर नहीं आ पाए थे। सत्यव्रत वैसे ही खड़ा मुस्करा रहा था जैसे पाइप पाइपर चूहों को सम्मोहित हुआ देख अपनी कला पर इतरा रहा हो।

***

"वाह! तुमने तो पूरा मध्यकालीन यूरोप मेरी आँखों के सामने रख दिया था। इतनी बढ़िया व्याख्या तो मेरे पिता भी नहीं करते... या शायद वो भी इसी अंदाज में मुझे मेरे इतिहास की सैर कराते। मैं तो मंत्रमुग्ध हो गयी थी कल।" अभिभूत कैथरीन

सत्यव्रत की कथा वाचन की कला और उसकी जानकारिओं की प्रशंसा कर रही थी। सत्यव्रत ने मुस्करा कर उसे अपने पास रख लिया।

"अच्छा सुनो, मैं अगले हफ्ते मथुरा जा रहा हूँ। कुछ काम है। वहां बाबा बासुकी का आश्रम है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास। वहीं रुकना है। बोलो देखना है मेरे हिंदुस्तान के एक नए रंग को? काशी हमारी संस्कृति के वीर और विभत्सव स्वरुप को बताता है तो मथुरा की हवाओं में प्रेम है। देखना चाहती हो हमारी संस्कृति के इस स्वरुप को?" सत्यव्रत जैसे सारा वर्णन कर देना चाहता था।

ठीक है। काशी तो मेरे में रच बस सा गया है। वैसे तो मुश्किल है काशी के आगे सोचना भी। पर चलो देखें और कितने चमत्कार बिखरे पड़े हैं तुम्हारे हिंदुस्तान में।" कैथरीन थोड़ी उहापोह कि स्थिति में थी पर मन में कहीं हिंदुस्तान को और आत्मसात करने की ललक भी थी।

***

"तो ये है हमारी मथुरा। हमारे कान्हा की जन्मभूमि। वो कृष्ण जिनके हर भाव और स्वरुप की अनेकों गाथाएँ सुनकर हर हिन्दुस्तानी बड़ा होता है। कृष्ण जो अपनी नटखट बाल लीला से सब का मन हर लेता था, जिसकी मित्रता का कोई सानी नहीं। जिसके रूप पे हर महिला वारी जाती। जिसने भारतीय इतिहास की संभवतः सबसे अद्भुत युद्ध को सारथि बन देखा था और वो कृष्ण जिसने ज्ञान की ऐसी गंगा बहाई गीता के रूप में कि आज भी उसका कोई मुकाबला नहीं।" मथुरा की सीमा में पहुँचते सत्यव्रत अपने उत्साह की चरम पर था।

कैथरीन अपने आप में ही अभिभूत थी। यहाँ आने से पहले उसने काफी पढ़ा था हिंदुस्तान के बारे में। तक़रीबन Ph.D. कर ली थी भारत पर। वो ध्यान भी नहीं दे रही थी सत्यव्रत पर। सत्यव्रत अपनी ही रफ़्तार में मंत्रमुग्ध हुआ मथुरा को प्रतिपादित करता जा रहा था। कैथरीन अपनी विचारों में विचरण कर रही थी। कहते हैं मथुरा में कहीं भी खड़े हो जाइये, आपको बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई देगी। जैसे कृष्ण आज भी वहां की फिजाओं में बिखरे हैं। कैथरीन जैसे एक तिलस्म से निकल कर दूसरे तिलस्म में आ गयी थी। जैसे ये देश उसके लिए मैप पर फैला बृहत जमीन का हिस्सा नहीं था बल्कि एक अनुभव था, एक सम्मोहन था।

***

बाबा बासुकी का आश्रम 10 एकड़ क्षेत्र में फैला खूबसूरत आश्रम था। जिसके चारो ओर तक़रीबन 10 फ़ीट ऊँची चारदीवारी थी। चारदीवारी से लग कर कुछ मकान बने थे। कुछ मकान Guest House, कुछ मंदिरनुमा निर्माण ध्यान केंद्र थे। एक Admin Block था। आश्रम के बीच का क्षेत्र खाली स्थल था जहाँ कुछ सामुदायिक आयोजन होते थे। पुरे क्षेत्र में कई कदम्ब और अशोक के वृक्ष लगे थे। जगह जगह छोटी छोटी क्यारिओं में कई फूलों के पौधे लगे थे, जिनके रंगबिरंगे फूल आश्रम की खूबसूरती को और भी बढ़ा दे रहे थे। एक छोटा तालाब भी था जिसके चारो ओर सीढियाँ बनी थी। जगह जगह दीवारों और चारदीवारी पे कृष्ण रास और कृष्ण लीला की कई आकृतियाँ और नक्काशियां थी। कुल मिला कर यह आश्रम कृष्ण काल में किसी को भी खींच ले जाने में सक्षम था।

कैथरीन आश्रम की सुंदरता में मग्न थी। तभी बांसुरी की सुरीली आवाज ने उसका ध्यान अचानक अपनी ओर खींच लिया। तालाब के पास के एक चबूतरे पर एक व्यक्ति पिताम्बर वस्त्र पहने बैठा था और बांसुरी बजा रहा था। उसकी बांसुरी में गजब का सुरीलापन था। जैसे उसकी धुन ने पुरे वातावरण में मिश्री घोलना शुरू कर दिया था।

कैथरीन के लिए यह सब एक तिलस्म की तरह लग रहा था। वह स्वर्गलोक की एक कॉलोनी से निकल दूसरी कॉलोनी में आ गयी थी जैसे। वह इस आश्रम की अद्भुत छठा देख ऐसा मंत्रमुग्ध हुई की सुध ही ना रहा कि कब सत्यव्रत उससे काफी आगे निकल आया था।

सत्यव्रत तेज क़दमों से वापस उसके निकट आया। तक़रीबन हांफता हुआ बोला - "अरे मैडम, कहाँ खो गयी? क्या हुआ? यह जगह पसंद नहीं आयी क्या? इतने ठिठके कदम क्यों है तुम्हारे?" एक ही सवाल को कई तरीके से पूछ लिया था उसने।

"न... नहीं! क्या मैं किसी Dream Land में आ गयी हूँ। शायद सपने में हूँ मैं। ऐसा आश्रम मैंने कहीं नहीं देखा है। यह बहुत ही अद्भुत है।" अपनी चिरतंद्रा से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी कैथरीन।

"हा... हा... हा... हा... , मैंने कहा था न कि मेरा भारत अद्भुत है। कई काशी हैं मेरे इस देश में। फिर यह तो आश्रम है, मंदिर तो तुम्हे किसी और ही लोक में ले जायेगा।" बड़ी ही नाटकीयता थी सत्यव्रत की।

" हूँ..." अभी भी कैथरीन सम्मोहित ही थी यहाँ की छटा देख कर।

दोनों Admin Building में पहुंच गए थे इन्ही बातों - बातों में। सत्यव्रत वहां कमरा लेने की सारी Formality पूरी कर बाहर निकला। कैथरीन को महिला Guest House में ले जाया गया, जबकि सत्यव्रत पुरुष छात्रावास की ओर चला गया।

***

कैथरीन को एक छोटा सा कमरा दिया गया था। कमरे में एक तरफ दरवाजा और दूसरी तरफ एक छोटी बालकनी थी। एक Single Bed एक दीवार से लग कर रखा था जिसपे गेरुआ चादर और Pillow Cover रखा था। दूसरी दीवार से लग कर दो बेंत की कुर्सियां और एक छोटा बेंत का टेबल रखा था। एक कोने में एक छोटी बांस से बनी आलमारी रखी थी, शायद कपड़े और दूसरे सामान रखने के लिए। वहीं एक ओर एक छोटी सी Bookshelf लगी थी थोड़ी ऊंचाई पर। उसमें कृष्ण से जुडी कुछ साहित्य रखी थी, हिंदी और अंग्रेजी की। पुरे कमरे की साज - सज्जा काफी सकारात्मकता फैला रही थी। कैथरीन बड़ा खुश हुई इस कमरे में आ कर।

उस गेस्ट हाउस की जिम्मेदारी मीरा दीदी संभालती थी। मीरा दीदी एक मध्य आयु की महिला थी। एक आम डील - डौल, पर उनके चेहरे से गजब का तेज टपकता था। उसने कैथरीन को कमरा दिखाते हुए कहा - "यहाँ कई पर-प्रांतीय लोग आते हैं। कृष्ण भक्ति ऐसी ही है कि यह लोगों को दूर - दूर से खींच लाती है। आप भी इसी वजह से आयी हैं ना?"

"नहीं - नहीं! मैं तो काशी में रहती हूँ। यहाँ अपने एक मित्र के साथ आयी हूँ। उसे कुछ कार्य था और मुझे मथुरा देखना था। सो आ गयी।" कैथरीन ने अपनत्व दिखाते हुए बोला।

"अच्छा! तो आप हमारे बाबा की नगरी से आयीं हैं। वह तो बहुत चमत्कारी हैं। कहते हैं कि जो काशी में रहता - मरता है उसे मोक्ष मिलती है।"

"हूँ। पर मथुरा में ऐसा लगता है कि मोक्ष के लिए मरने की जरुरत नहीं है। अगर कहीं मोक्ष होता है तो शायद मथुरा जैसा ही दीखता होगा। यह अद्‌भुत स्थल है।" कैथरीन अभी भी अभिभूत थी।

***

सत्यव्रत को यहाँ कुछ कार्य था। वो उन्हें निपटा रहा था। इस दौरान मीरा दीदी कैथरीन की संगिनी हो गयी थी। वो उसे मथुरा घुमाती, मथुरा के बारे में समझाती और कृष्ण भक्ति की शक्ति का वर्णन करती। कैथरीन ने भी कुछ किताबें पढ़ ली थी इस दौरान कृष्ण को समझने की चेष्टा में। कृष्ण को तो वो कितना ही समझ पायी, पर वह धीरे - धीरे शैव से वैष्णव होती जा रही थी। लगा कि शायद यही वो मंजिल है जिसके लिए वो मृग बनी भटक रही थी सारे जहाँ में। कृष्ण का प्रेम उसे भा गया था। वो धीरे धीरे कृष्ण का अंतर्मन से वरण करती जा रही थी।

"कैथरीन मैंने अपने सारे कार्य निपटा दिए हैं। सोचता हूँ एक दिन और रुक कर परसों वापस काशी चलते हैं।"

सत्यव्रत तालाब के पास के चबूतरे पर बैठे बैठे कैथरीन से सारा Plan Discuss कर रहा था। कैथरीन गेंदे के फूलों की माला बना रही थी। अगले हफ्ते कृष्णलीला का मंचन होना था आश्रम में शरद पूर्णिमा की शाम को। आश्रम के ही अनुयायीओं ने यह आयोजन किया था। तालाब के पास इसका मंचन होना था। परसों वापस जाने की बात सुनकर अचानक ही कैथरीन के हाथ थम से गए।

"परसों... पर अगले हफ्ते तो यहाँ कृष्णलीला का मंचन है। मैं उसे देखना चाहती हूँ। पढ़ा तो बहुत है कृष्ण के बारे में, अब जो यह देखने का मौका मिला है तो उसे

गवां देना नहीं चाहती। यह मेरे लिए एक अच्छा अनुभव होगा।" कैथरीन बड़ी ही कातरता से उसे अपना प्लान बता रही थी।

सत्यव्रत मुस्करा दिया - "अरे मैडम किसी एक ईश्वर पर तो टिकी रहो। ऐसे तो मोक्ष नहीं मिलेगा।"

"आत्मिक शांति तो मिलेगी। मरने के बाद कहाँ जाना है की फिक्र अभी क्यों करें। काशी मेरी आत्मा तो मथुरा मेरा शरीर सा बन गया है। तुम वापस चले जाओ। मैं अगले हफ्ते आऊँगी।"

"अच्छा! फिर मैं परसों सुबह की बस से निकल जाऊंगा। अगले दो दिन मैं बस आश्रम के दोस्तों के साथ बातें करूँगा। पर एक बात की ख़ुशी है मुझे कि मेरा तुम्हें यहाँ लाना सार्थक सा हो गया लगता है।" सत्यव्रत अभी भी अपनी मुस्कान बिखेर रहा था।

कैथरीन ने मुस्करा कर उसकी बातों को स्वीकारोक्ति दी थी।

***

पूरा आश्रम फूलों से महक रहा था। जहाँ देखो वहीं फूल दिख रहे थे। आज शरद पूर्णिमा थी। आश्रम में रासलीला का मंचन होना था। सारे लोग एक अलग ही मस्ती में नजर आ रहे थे।
कैथरीन ने मीरा दीदी से पूछा कि रास क्या होता है।

मीरा दीदी इस एक प्रश्न से जैसे परालोक में चली गयी। उसके चेहरे की मुद्रा बदल गयी। आँखें तपस्या करते समय सा अधखुला था। उसने गंभीर आवाज में बोला -

"कृष्ण के द्वारा गोपियों के साथ की अलौकिक लीला रास है। श्रीमद्भागवतपुराण के अनुसार कृष्ण भगवान् विष्णु का द्वापर युग अवतार हैं। जब भगवान् राम अपनी चौदह वर्षों का वनवास कर रहे थे तो अनेक ऋषि उनके संपर्क में आये। किन्तु राम किसी एक स्थल पर ज्यादा समय तक नहीं रुक पाते थे सो इन ऋषि - मुनियों के साथ उन्होंने ज्यादा समय नहीं बिताया। राम भक्ति में इन ऋषियों ने भगवान् राम से पुनः जन्म लेने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने श्रीराम से कहा कि द्वापर युग में वो उनके कृष्णावतार में गोपियों की भांति उनकी प्रेम - भक्ति में लीन होना चाहते हैं। श्रीराम ने मुस्करा कर उन्हें वचन दिया की मथुरा - वृन्दावन में वो उनसे अवश्य मिलेंगे और कृष्ण - तांडव करेंगे। यह कृष्ण तांडव ही रास लीला है। कहते हैं कालांतर में ये ऋषि - मुनि गोपी रूप में द्वापर युग में आये। कृष्ण हालाँकि भगवान् विष्णु का एक वीर - स्वरुप था। इनका अवतरण धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। मृत्युलोक में जब अधर्म बढ़ने लगा था तो भगवान् विष्णु ने अपने चक्र के साथ कृष्ण रूप में अवतरण किया था और धर्म की पुनर्स्थापना की थी। किन्तु सतयुग के अपने वचन को मानते हुए उन्होंने गोपियों संग कृष्ण तांडव किया था।

रासलीला वास्तव में एक परम आनंद की असीम अनुभूति थी जो गोपियों को समस्त मोह, माया, भय, बंधन से मुक्त कर एक अलौकिक आनंद प्रदान करता था। यह एक प्रकार से शारीरिक अवस्था में भक्ति के माध्यम से आनंदमयी मोक्ष की संकल्पना का साकार स्वरुप था। अक्सर कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे रास करते थे जो उनका सबसे पसंदीदा जगह थी।" मीरा दीदी अपने अनवरत प्रवाह में कृष्ण भक्ति में बही जा रही थी।

"वाह! अप्रतिम! मैंने रास की यह व्याख्या कभी नहीं सुनी थी। रास का मतलब अबतक तो प्रणय नृत्य ही जानती थी। आज आपने सच में मेरी ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। शायद आपके पास रह कर मैं कृष्ण को और भी जान पाऊँगी।" कैथरीन उसी भक्ति प्रवाह में डूब उतर रही थी।

"कृष्ण को जानने में तो मीरा ने अपनी पूरी जीवन कृष्ण को समर्पित कर दी थी। तब भी कृष्ण की लीला समझ नहीं पायी थी। कृष्ण को समझने - आत्मसात करने के लिए शायद कई जन्म लेना पड़े। तब भी कितना ही समझ पाएंगे उन्हें। वह तो गूढ़ रहस्य के स्वामी हैं।" मीरा अभी भी उसी परालोक में विचरण कर रही थी।

कैथरीन के लिए यह एक छोटी सी घटना उसे उसकी सूक्ष्मता को बता गयी थी। लगा जैसे वह भारत के रहस्य को समझ पाने की होड़ में शायद हर रोज एक नए स्वरुप को प्राप्त कर रही है। आज जैसे उसे लगा की वह इसी भारत को जीना चाह रही थी। फिर अभी तो रास लीला से पहले की रास कथा भर थी। पता नहीं रास लीला में उसे और क्या देखने को मिले।

***

आश्रम के खाली स्थल पर लगे कदम्ब वृक्ष के बीच एक घेरा बनाया गया था। उस घेरे के बीच में रास नृत्य होने वाला था। घेरे के बाहर दर्शक दीर्घा बनायीं गयी थी। साशय ही दर्शक दीर्घा में बैठने का इंतज़ाम नहीं किया गया था। पूरी आश्रम में फूलों से सजावट की गयी थी। लाईट की इतनी व्यवस्था थी की ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि दिन ढल कर गोधूलि वेला आ गयी है।

कैथरीन काफी उत्साहित थी इस आयोजन के लिए। उतनी ही उत्साहित जितनी वो गंगा आरती के लिए कभी हुआ करती थी। उसने दर्शक दीर्घा में सबसे आगे का स्थान ले लिया था। आज उसने भी गोपियों की भांति घाघरा पहन रखा था। इस परिधान में वह स्वयं को काफी भारतीय महसूस कर रही थी। जैसे वो कैथरीन नहीं, कृष्ण की गोपी ही हो। मीरा दीदी उसके साथ खड़ी थी। दोनों में इन कुछ दिनों में गहरी दोस्ती हो गयी थी।

नियत समय पर रास लीला आरम्भ हुआ। यह आश्रम मथुरा के कुछ बड़े आश्रमों में एक था। यहाँ की शरद पूर्णिमा रास काफी चर्चित थी। सो दर्शक दीर्घा में सैकड़ों लोग थे। एक व्यक्ति घेरे के अंदर कृष्ण के आवरण में आया। साथ ही कई गोपियाँ आकर्षक कपड़ो में वहाँ कृष्ण के चारो ओर नृत्य करने लगीं। सभी भरतनाट्यम की मुद्रा में नृत्य कर रहीं थी। प्रारम्भ में तो नृत्य काफी धीमा था पर जैसे जैसे समय बीतता गया, नृत्य की गति बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि जैसे घेरे के अंदर और बाहर की स्थिति एक सी हो गयी। दर्शक दीर्घा के सारे दर्शक भक्ति रस में ऐसे सराबोर हो गए की सारे बंधनों से मुक्त हो मदमस्त हो नाचने लगे। नेपथ्य का मधुर संगीत जैसे सबको अपने मजबूत पाश में संचयित कर भक्ति की अलख जगा रहा था। क्या पुरुष, क्या स्त्री, सब जैसे गोपी स्वरूपा अपने मन के कृष्ण के इर्द - गिर्द नृत्य कर रहे थे। कैथरीन इस दृश्य को देख कभी डर सी जाती कभी अभिभूत हो जाती। कुछ पल में जैसे उसका रोम-रोम भी कृष्ण भक्ति में रमने लगा। उसके पैर भी थिरकने लगे। सारा आश्रम कृष्ण के सम्मोहन पाश में था। मीरा दीदी कैथरीन को मदमस्त हो नृत्य करते देख थोड़ा अचंभित थोड़ी भावविह्वल हो गयी थी। कृष्ण भक्ति ने सारे वातावरण में एक पवित्रता फैला दी थी। सब पारलौकिकता का अनुभव कर रहे थे। कुछ घंटो तक ऐसा ही चलता रहा। फिर जैसे जैसे संगीत और नृत्य की रफ़्तार कम होती गयी वैसे वैसे चारो ओर फैली खुमारी भी धीरे - धीरे सामान्यावस्था में आने लगी थी।

***

कैथरीन अपने बिस्तर पर लेटे - लेटे आज की सारी घटनाक्रम को याद कर रही थी। अभी भी वो गोपीरूपा ही थी। आज उसे पहली बार ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद यही वह जीवन था जिसे उसने कल्पित कर रखा था। शायद आज का दिन चाहे वो मीरा दीदी से हुई रास लीला की बात हो या आश्रम का सौंदर्यपूर्ण सजावट या फिर शाम का वो रास मंचन, कैथरीन की जीवन का सबसे बेहतरीन दिन था। कहाँ तो उसका जीवन ग्रानाडा तक ही सीमित था और कहाँ उसके पिता

ने उसे भारत भ्रमण की सलाह दे डाली थी। जैसे उसके जीवन में एक सम्पूर्ण परिवर्तन आ गया था। पिता... हाँ मुझे अपने पिता से बात करनी चाहिए।

कैथरीन ने अपना फ़ोन उठाया और अपने पिता का नंबर मिलाया। एक रिंग में ही उसके पिता ने फ़ोन उठा लिया था।

"डैड! मुझे यहाँ क्यों भेजा था आपने?"

"सब ठीक है ना कैथी? मुझे घबराना तो नहीं चाहिए ना?" प्रोफेसर अल्फ्रेडो की आवाज में थोड़ी चिंता थी।

"नहीं डैड, कोई problem नहीं है। बस एक problem है। क्या मैं सच में स्पेन से belong करती हूँ या मेरा जन्म गलत जगह पर हो गया था।" कैथरीन पता नहीं क्या बोले जा रही थी।

"तुम्हारा जन्म सही जगह पर ही हुआ था कैथी। बस तुम्हारी मंजिल कहीं और थी। मुझे लगता है कि वो तुम्हे दिखने लगी है शायद।"

"शायद! डैड मैं यहाँ कुछ समय और रहना चाहती हूँ। कितना समय... नहीं कह सकती... शायद एक जन्म!"

प्रोफेसर अल्फ्रेडो की आवाज काफी सधी हुई थी - "हां मैं जानता था कि तुम्हे भारत भेजना शायद एक बड़ा risk है मेरे लिए। पर मेरी जान, यह मेरी इच्छा थी कि तुम वो जीवन जियो जो मैं कभी जीना चाहता था। मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाया

और कभी भारत नहीं जा पाया। पर तुम्हारे माध्यम से मैं वो जिंदगी जी पाऊं शायद।"

"आप खुश तो हैं ना डैड मेरे इस निर्णय से?" कैथरीन अभी भी थोड़ी संशय में थी।

"अपनी जान को खुश देख कर कौन सा बाप खुश नहीं होगा मेरी जान। बाद एक ही समस्या है। तुम्हारी माँ। तुम्हे तो पता है कि वो कितनी कैथोलिक है। पर तुम चिंता मत करो। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। शायद बहुत जल्द मैं भी वहां आने का प्लान करूँ। मेरे जिगर के टुकड़े को देखने का बड़ा दिल करता है।" कई भाव समाहित थे प्रोफेसर अल्फ्रेडो की आवाज में।

"डैड मैं रखती हूँ। ज्यादा बात किया तो शायद मैं वापस आ जाऊँ आपके पास।" एक चुभन सी होने लगी थी कैथरीन के दिल में।

***

"अरे कैथरीन! यह तुम हो? पहचान पाना मुश्किल है। तुम तो बदल ही गयी एकदम से।" करीब एक वर्ष बाद सत्यव्रत कैथरीन से मिल रहा था। साल भर बाद वह बासुकी आश्रम में आया था।

कैथरीन एक अलग लड़की हो चुकी थी इस एक साल में। भारत अब रास आ गया था उसे। इस एक बरस में उसने काफी ज्ञान प्राप्त किया था। कई पुस्तक बांच आयी थी। गंभीरता अब उसके चेहरे पर भी झलकने लगी थी। ज्ञान ने उसमे तेज भर दिया था।

"हाँ। यह मैं ही हूँ। कैथरीन... कृष्ण की कैथरीन। बस जीवन नया है यह। शायद यह मेरा पुनर्जन्म है। बस नाम ही पुराना है। बाकी सब कुछ बदल चुका है। यह कैथरीन एक नई कैथरीन है अब।"

"ओह कैथरीन... मुझे तो लगा था कि वह मैं हूँ आदियोगी जिसकी तलाश में यह गौरी ग्रानाडा से यहाँ आयी थी। मैंने तो तुम्हारे साथ के सपने देखे थे। पर तुम..." कहते कहते सत्यव्रत शून्य में जाता जा रहा था।

"मैं पार्वती... नहीं नहीं। मैं एक आम इंसान हूँ। तुम एक आम इंसान हो... आदियोगी की महानता पा लेना इतना आसान नहीं है। मैं तो कैथरीन ही हूँ। कृष्ण की कैथरीन। मैंने तो कृष्ण का वरण किया है। अब तो वो ही मेरे आदियोगी हैं। वो ही मेरे स्वामी हैं। अब तो मैं हूँ ही नहीं। मेरा सारा अस्तित्व कृष्ण है। मैं तो कृष्ण की कैथरीन हूँ। मैं बस कृष्ण की कैथरीन हूँ और कुछ नहीं।" वो बोलते बोलते वहां से चलती जा रही थी। सत्यव्रत उसे दूर जाते देख रहा था... अपने जीवन से दूर... बहुत दूर... अपने कृष्ण के पास।